# নরোত্তম দাস।

কবি নরোত্তম দাস বিরচিত সমগ্র পদাবলী সংগ্রহ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

সম্পাদিত।

কলিকাতা;
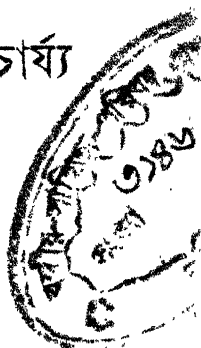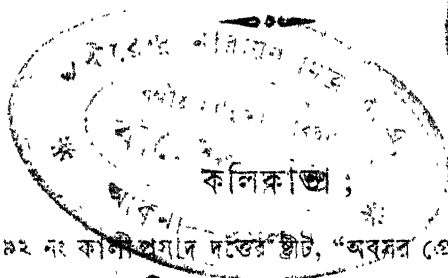
৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২১।

 [মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

## শ্রীগৌরচন্দ্র।

### সারঙ্গ।
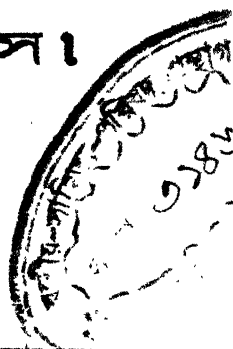
সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ বিনোদ রঙ্গে,
বিহরই (১) সুরধুনী-তীরে।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়, প্রেমে ধারা বহি যায়,
ক্ষণে মালসাট (২) মারে ফিরে॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
দেখি তরুগণ সঙ্গে, প্রিয় গদাধর রঙ্গে,
কৌতুকে করয়ে কত খেলা॥
অঙ্গে পুলকের ঘটা, কদম্ব-কুসুম-ছটা,
সুদশন মুকুতার পাঁতি।
তাহে মন্দ মন্দ হাসি, বরিখে (৩) অমিয়া (৪) শশী,
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি॥
সদা নিজ প্রেমে মত্ত, গায় কৃষ্ণ লীলামৃত,
মধুর ভকতগণ পাশ।
বিষয়ে হইনু অন্ধ, না ভজিনু গৌরচন্দ্র,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

---

(১) বিহরই—বিহার করে। (২) মালসাট—মালকোচা।
(৩) বরিখে—বর্ষণ করে। (৪) অমিয়া—অমৃত।

# শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

## বড়ারী।

কঞ্জ ( ১ ) নয়নে বহে সুরধুনী ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
নাচত পহুঁ ( ২ ) মোর নিতাই রঙ্গিয়া ( ৩ )।
পূরব বিলাসিত সঙ্গে সব রঙ্গিয়া॥
বাজত দৃমি দৃমি মৃদঙ্গ সুনাদ।
দৃমি দৃমি উনমত সঙ্গে উনমাদ॥
শির পর পাগুড়ি বান্ধএ নটপটিয়া।
কটি আঁটি পরিপাটি পরে নীল ধটিয়া ( ৪ )॥
আবেশে অবশ অঙ্গ চলন ধীরে ধীরে।
ভাইয়ার ভাবে গদগদ আঁখি নাহি মেলে॥
আজানুলম্বিত ভুজ করি-কর-শুণ্ডে।
কনক খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ডে॥
তুমি ত দয়ার নিতাই অবনী পরকাশ।
শুনি আনন্দিত ভেল ( ৫ ) নরোত্তম দাস॥

---

( ১ ) কঞ্জ—পদ্ম। ( ২ ) পহুঁ—প্রভু। ( ৩ ) রঙ্গিয়া—রঙ্গ করিয়া। ( ৪ ) ধটিয়া—ধড়া। ( ৫ ) ভেল—হইল।

# সম্ভোগ মিলন।

## সুহই।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহে পাঅল (:) পরশমণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়ন ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ লোর॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন মদন তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥

## কেদার।

দুহুঁ কুঞ্জ ভবনে।
সৌদামিনী-অঙ্গ সোঁপিল নবঘনে॥
হেম-বরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে জনু মিলল ভ্রমর॥
নব গোরোচনা গোরী শ্যাম ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥

---

পাঅল—প্রাপ্ত হইল।

কাঁচে বেঁড়া কাঞ্চন কাঞ্চনে বেড়া কাঁচে।
রাই কানু দোঁহ তনু একই হইয়াছে॥
ললিতা বিশাখা দোহেঁ চামর ঢুলায়।
নরোত্তম দাস দোহাঁর বলিহারী যায়॥

---

## ললিত।

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দুরে গেও ( ১ ) রজনীক বিরহ তরঙ্গ॥
যৈছে ( ২ ) বিরহ জ্বরে লুঠল রাই।
তৈছন ( ৩ ) অমিয়া সাগরে অবগাই ( ৪ )॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু ( ৫ ) নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর ( ৬ )।
কুহুরত কোকিল আনন্দে বিভোর॥
বিকসিত কুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল করতহিঁ ( ৭ ) কুঞ্জ কুটীর॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে।
নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥

---

( ১ ) গেও—গেল। ( ২ ) যৈছে—যেমন। ( ৩ ) তৈছন—তেমন। ( ৪ ) অবগাই—অবগাহন করে। ( ৫ ) করু—করেন। ( ৬ ) উজোর উজ্জ্বল। ( ৭ ) করতহিঁ—করিতে লাগিল।

## টৌড়ী।

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর ( ১ )।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর ( ২ ) ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন ॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে কেলি বিলাস।
দূরহুঁ দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস ॥

---

## কামোদ।

কিবা শোভারে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিল রতন সিংহাসনে॥
রতনে নির্ম্মিত বেদি মাণিক্য গাঁথনি।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী ॥
হেম-বরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে জনু ( ৩ ) মিলিছে ভ্রমর ॥
চৌদিগে যুবতীবৃন্দ বয়েস সমান।
কত সুধা বরিখয়ে নয়ানে নয়ান ॥
এক এক তরুর তলে এক এক অবলা।
নীলগিরি বেড়ি জনু কনকের মালা॥

---

( ১ ) ভোর—বিভোর। ( ২ ) লোর—ধারা। ( ৩ ) জনু—যেন।

বেণী চূড়ায় ঘেরা ঘেরি ফিরাফিরি বাহু।
শরদ পূর্ণিমার শশী গরাসল ( ১ ) রাহু ॥
নিকুঞ্জের মাঝে ইহ কেলি বিলাস।
দূরহিঁ দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস ॥

---

## কামোদ।

কুসুম আসন হেরি, বামে কিশোরী গোরী,
বৈঠল (২) কুঞ্জ-কুটীরে।
চিবুকে দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মুখানি নিছিয়া (৩) লেই শিরে ॥
দেখ সখি, অপরূপ ছান্দে।
প্রেম জলধি মাঝে, ডুবল দুহুঁ জন,
মনমথ পড়ি গেও ( ৪ ) ফাঁদে ॥
রতন পালঙ্ক পর, শেজ বিরাজিত,
শুতল ( ৫ ) যুগল কিশোর।
স্মের মধুর মুখ, পঙ্কজ মনোহর,
মরকত কাঞ্চন যোড় ॥
প্রিয় মর্ম্ম সহচরী, বীজন করে ধরি,
বীজই (৬) মারুত মন্দ।
শ্রম জল সকল, কলেবর মীটল,
হেরই পরম আনন্দ ॥

---

(১) গরাসল—গ্রাস করিল। (২) বৈঠল—বসিল। (৩) নিছিয়া—ফেলিয়া।
(৪) গেও—গেল। (৫) শুতল—শুইল। (৬) বীজই—বাতাস করে।

নরোত্তম দাস আশ, দুহুঁ পদ পঙ্কজ,
সেবন মধুরিম পানে।
নিজ নিজ কুঞ্জে, নিন্দ ( ১ ) গেও সখীগণ,
প্রিয়জন সেবই বিধানে ॥

## শ্রীরাগ।

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আনন্দে কালিন্দী-জলে, রাজহংস কেলি করে,
কনক কমল উৎপল ॥
তার মধ্যে হেম-পীঠ, অষ্ট দলেতে বেষ্টিত,
অষ্ট সখী প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুই জনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
ও রূপ লাবণ্যরাশি, অমিয়া পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্য লীলা সুখময়,
সদাই সোঙরুক ( ২ ) মোর মনে ॥

( ১ ) নিন্দ—নিদ্রা।
( ২ ) সোঙরুক—স্মরণ হউক।

## ধানশী।

আনন্দে সুবদনী কিছু নাহি জান।
বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দূর দেয়ল সীঁথি সঙারি ( ১ )।
ভালহি মৃগমদ-পত্রক সারি॥
চিকুরে বনাওল বেণী ললিত।
কুঙ্কুমে কুচযুগ করল রচিত॥
যাবক ( ২ ) লেখল ( ৩ ) রাতুল চরণে।
জীবন নিছই ( ৪ ) লেওল তছু (৫) শরণে॥
তাম্বূল সাজি বদন মাহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি ( ৬ ) না গেল॥
কোরে ( ৭ ) আগোরি ( ৮ ) রাখল হিয়া ( ৯ ) মাঝ।
কো কহ ( ১০ ) তাকর মরমক কাজ॥
চির পরিপূরিত দুহুঁ অভিলাষ।
হেরই নিয়ড়ে ( ১১ ) নরোত্তম দাস॥

---

## ভাটিয়ারী।

রাধা মাধব বিহরই বনে।
নিমগন দুহুঁ জন সুরত রণে॥

---

( ১ ) সঙারি—স্মরণ করিয়া। ( ২ ) যাবক—আলতা। ( ৩ ) লেখল—অঙ্কিত করিলেন। (৪) নিছই—সমর্পণ করা। (৫) তছু—তাহার। ( ৬ ) আরতি—আসক্তি। ( ৭ ) কোরে—ক্রোড়ে। ( ৮ ) আগোরি—আনয়ন করিয়া। ( ৯ ) হিয়া—হৃদয়। ( ১০ ) কো কহ—কে কহিবে। ( ১১ ) নিয়ড়ে—নিকটে।

দুহুঁ উঠি বৈঠি (১) কতয়ে করু কেলি।
বহুবিধ খেলল সহচরী মেলি॥
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে করত বিলাস।
হেরত দুহুঁ রূপ নরোত্তম দাস॥

---

## বিহাগড়া।

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি.
ক্ষণে করে আলিঙ্গন, ক্ষণে মুখ চুম্বন,
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি॥
আলাঞা চাঁচর কেশ, করে বহুবিধ বেশ,
সিন্দূর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদে দেখি ঘাম, আকুল হইয়া শ্যাম,
মোছায়ই বসন-অঞ্চলে॥
দাসীগণ-কর হৈতে, চামর লইয়া হাতে,
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখশশী. সুধা ঝরে রাশি রাশি,
হেরে নাগর অনিমিখে চায়॥
ঐছন আরতি দেখি, রাইয়ের সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি, দুহুঁ চুম্বে মুখশশী,
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে. শুতল কুসুম শেজে,
দুহুঁ দোঁহা বান্ধি ভুজ-পাশে।

---

(১) বৈঠি—বসিয়া।

আর যত সখীগণ, সবে করে নিরীক্ষণ,
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাসে।

---

## সুহই।

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥
শ্যাম ঘন বরিখয়ে প্রেম সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক ॥
দিগ বিদিগ নাহি, প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥

---

## পঠমঞ্জরী।

রাইয়ের দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
দেখ সখী যুগল কিশোর।
কুসুমিত বৃন্দাবন, কল্পতরুর গণ,
সুশীতল জ্যোতি উজোর ॥ ধ্রু।
দুহুঁ অঙ্গে চিত্র বেশ, কুসুমে বিচিত্র কেশ,
সৌরভে ভরল অলিকুল।

বেশ রতন খচিত, হেম মঞ্জীর (১) সঞ্চিত,
নরোত্তম দাস মন পূর (২)॥

## কামোদ।

নাগর পরম প্রেম, হেরি সুন্দরী,
উছলিত নয়নক লোর (৩)।
মৃদুতর বচনে, প্রবোধই (৪) নাহক,
যতনহি লেই করু কোর॥
কি কহব আনন্দ ওর (৫)।
রাইক পরশে, ভেল তহি (৬) চেতন,
মিলিত লোচন জোর (৭)॥ ধ্রু।
ধনী মুখ হেরি, তাপ সব মেটল,
বাঢ়ল রসের তরঙ্গ।
দুঁহে দোঁহা বদন, হেরি করু চুম্বন,
মাতল মনসিজ রঙ্গ॥
দুঁহে দোঁহা একমন, নিবিড় আলিঙ্গন,
জনু মণি কাঞ্চন জোর।
আনন্দ লোচনে, দাস নরোত্তম,
হেরত যুগল কিশোর॥

(১) মঞ্জীর—নূপুর। (২) পূর—পূর্ণ। (৩) লোর—জল। (৪) নাহ—নাথ। (৫) ওর—সীমা। (৬) তহি—তাহার। (৭) জোর—যোড়া।

## বিভাষ।

নিজ নিজ মন্দিরে, যাইতে পুনঃ পুন,
দুহুঁ মুখচন্দ নিহারি।
অন্তরে উথলল, প্রেম পয়োনিধি,
নয়নে পূরল ঘন বারি॥
রাই কণ্ঠ ধরি, গদ গদ বোলত,
দুহুঁ তনু প্রেমে বিভোর।
দুহুঁক বিচ্ছেদ. দুহুঁ সহই না পারই,
দুহুঁ দুহুঁ করতহি কোর॥
বিগলিত কুন্তলে, মুকুতা দাম দোলে.
লোল অলকাবলি শোভা।
লহু লহু (১) হাস, বিলাস ললিত মুখ,
দুহুঁ দুহুঁ মানস লোভা॥
গদ গদ কণ্ঠ, কহই না পারই,
ধরই না পারই অঙ্গ।
নরোত্তম সহচরি, সহই না পারই,
দুহুঁক দুলহ (২) রসভঙ্গ॥

---

## বেহাগ।

কেলি সমাধি, উঠল দুহুঁ তীরহি,
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন মন্দির মাহা (৩), বৈঠল নায়র,

---

(১) লহু—মৃদু। (২) দুলহ—দুর্লভ। (৩) মাহা—মধ্যে।

করল ভোজন রঙ্গ ॥
আনন্দ কো করু ওর।

বিবিধ মিঠাই, ক্ষির বহু বনফল,
ভুঞ্জই নন্দ কিশোর ॥ ধ্রু।

নাগর শেষ, লেই সব রঙ্গিণী,
ভোজন করু রস পুঞ্জে।

ভোজন সমাপি, তাম্বুল সভে খাওল,
শুতলি (১) নিজ নিজ কুঞ্জে ॥

ললিতা নন্দ (২) কুঞ্জ যামুন তট,
শুতল যুগল কিশোর।

দাস নরোত্তম, করতহি সেবন,
অলস নয়ন হেরি ভোর ॥

---

## ললিত।

বলি বলি যাও (৩) ললিতা আলি (৪)।

শ্যাম গোরি মুখ মণ্ডল ঝলকই,
ছবি উঠত অতি ভালি ॥ ধ্রু।

কুসুমিত কুঞ্জ, কুটীর মনোমোহন,
কুসুম শেজে দুহুঁ নওল (৫) কিশোর।

কোকিল মধুকর, পঞ্চম গায়ত,
বন বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল ॥

---

(১) শুতলি—শয়ন করিলেন। (২) নন্দ—আনন্দিত। (৩) যাও—যাইতেছে। (৪) আলি—সখী। (৫) নওল—নূতন।

রজনীক শেষে, জাগি শ্যাম সুন্দরী,
বৈঠলি সখীগণ সঙ্গ।
শ্যাম বয়নে ধনি, করহি আগোরল, ( ১ )
কহইতে রজনীক রঙ্গ॥
হেরি ললিতা তব, মৃদু মৃদু হাসত,
পুলকে রহলি তনু ভোরি।
নীল বসনে তনু, ঝাঁপলি সুন্দরী,
লাজে রহলি মুখ মোড়ি॥
যব মুখ মোড়ি, রহল তহি নাগরী,
কানু করল পুন কোর।
আনন্দ হিলোলে, দাস নরোত্তম,
হেরত যুগল কিশোর॥

---

## ধানশী।

চলিলা নাগর-রাজ ধনী দেখিবারে।
অথির ( ২ ) চরণ যুগ আরতি বিথারে ( ৩ )॥ ধ্রু।
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন তরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতি আছে রাধে।
ধনী মুখচান্দ হেরই পিয়া সাধে॥
অধর কপোল আঁখি ভূরুযুগমাঝ।
পুনঃ পুন চুম্বই বিদগধ-রাজ॥

---

( ১ ) আগোরল—অগ্রবর্ত্তী। ( ২ ) অথির—অস্থির। ( ৩ ) বিথারে—বিস্তার করে।

অচেতন রাই সচেতন ভেল।
মদন জনিত দুঃখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥

## রসোদ্গার।

### ধানশী।

সখিরে, বড় বিনোদিয়া কান।
কহিল নহে সে, প্রেম আরতি,
কষিল হেম দশ-বাণ॥
সমুখে রাখিয়া মুখ, আঁচরে মোছই,
অলকা তিলকা বনাই।
মদন রস-ভরে, বদন হেরি হেরি,
অধরে অধর লাগাই॥
কোরে আগোরি, রাখই হিয়া পর,
শয়নে পাশ না পাই।
ও সুখ সাগরে, মদন রস ভরে,
জাগিয়া রজনী গোঙাই (১)॥
কেবল রসময়, মধুর মূরতি,
পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ।

(১) গোঙাই—কাটায়।

কহই নরোত্তম, যাহার অনুভব,
সেই সে বুঝয়ে এহি রঙ্গ ॥

## রসালস।

—ঃ*ঃ—

### বিভাষ।

সুরত সমাপি রাই ঘন-শ্যাম।
রসভরে দেখি দুহুঁ দুহুঁক (১) বয়ান (২) ॥
আলসে (৩) বিঘূর্ণিত লোচন তার।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ চুম্বই পুনর্ব্বার ॥
প্রেম ভরে আকুল দুহুঁক শরীর।
নিন্দহ (৪) অলস নাহি রহু থির ॥
উর (৫) পর নাগরী শুতাওল (৬) নাহ (৭)।
কো (৮) কহু (৯) দুহুঁ জন রস নিরবাহ (১০) ॥
রতন শেজ পর শুতাওল রাই।
শুতল নাগর ধনী মুখ চাই ॥
পলএক ঘুমল যুগল কিশোর।
হেরিল নরোত্তম আনন্দ ভোর ॥

(১) দুহুঁক—দুইজনের। (২) বয়ান—বদন। (৩) আলসে—আলস্যে। (৪) নিন্দহ—নিদ্রা। (৫) উর—বক্ষ। (৬) শুতাওল—শয়ন করাইল। (৭) নাহ—নাথ। (৮) কো—কি। (৯) কহু—কহিবে। (১০) নিরবাহ—নির্ব্বাহ।

## কেদার।

আলসে শুতল দোঁহে মদন-শয়ানে।
উরে উর দোঁহে দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥
দুহুঁক উপরে দোঁহে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া জড়িত যেন মরকত কাঁতি (১)॥
রতি-রসে পণ্ডিত নাগর কান।
রতি-রসে পরাভব ভেল পাঁচ-বাণ॥
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায়॥

---

## ললিত।

কিশলয় শয়নে শুতলি ধনী গোরী।
নাগর শেখর শুতল ধনী কোরি॥
চন্দন চরচিত দুহুঁ জন অঙ্গ।
দুহুঁ গলে ফুলহার লম্বিত জঙ্ঘ॥
বদনে বদন দোঁহার, চরণে চরণ।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে করয়ে সেবন॥
পূরল দুহুঁ জন মন অভিলাষ।
দুহুঁ গুণ গাওত নরোত্তম দাস॥

---

(১) কাঁতি—কান্তি।

## বড়ারী।

রতি-রণ-পণ্ডিত নাগর কান।
রতি-রণে পরাভব করি পাঁচবাণ ॥
অলসে শুতি রহু কুসুম শয়ান।
দুই উরে উর রহু বয়ানে বয়ান ॥
দুহুঁ ভুজ উপরে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া জ্যোতি আধ মরকত কাঁতি ॥
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরে বায় ॥

---

## বড়ারী।

নিধুবন সমরে অবশ দুহুঁ অঙ্গ।
শুতল দুহুঁ জন রতন পালঙ্ক ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখীগণ সঙ্গে।
নিজ নিজ সেবন করুতহি রঙ্গে ॥
প্রেম ভরে অলসল ( ১ ) লোচন জোর।
ঘুমল রাই কানু করি কোর ॥
দুহুঁ ভুজ দুহুঁ জন কণ্ঠহি লোল ( ২ )।
মনমথ উলসিত ভই ( ৩ ) গেল ॥
সবহুঁ ( ৪ ) সখীগণ শয়নহুঁ কেলি।
হেরি নরোত্তম আনন্দ ভেলি ( ৫ ) ॥

---

( ১ ) অলসল—আলস্যযুক্ত হইল। ( ২ ) লোল—ঝুলা। ( ৩ ) ভই—হইয়া। ( ৪ ) সবহুঁ—সকল। ( ৫ ) ভেলি—হইল।

# রাসলীলা।

## কেদার।

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমিতল,
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে দুহুঁ লাবণি (১), বৈদগধি ধনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাইর দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করজোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলক তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিখয়ে (২) ফুল গন্ধরাজে।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু,
অধরে মুরলী মৃদু বাজে॥

---

(১) লাবণি—লাবণ্য। (২) বরিখয়ে—বর্ষণ করে।

হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাব,
নরোত্তম মনোরথ ভরু (১)।
দুহুঁক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন মোহনলীলা করু॥

## অনুরাগ—নায়ক-সম্বোধনে।

### সুহই।

কি ক্ষণে হইল দেখা নয়নে নয়নে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ পানে।
মনের যতেক দুখ পরাণ তা জানে॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী রাগি।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরম পাছে তোমারে হারাই॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে।
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পীয়াসে॥ (২)

### কল্যাণী।

ওহে নাগর-বর, শুনহে মুরলী ধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়।

(১) ভরু—পূর্ণ হউক। (২) পীয়াসে—পিপাসায়।

চরণ নখর মণি, জনু চান্দের গাঁথুনি,
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে, যখন তুমি যাওহে রঙ্গে,
তখন আমি আঙ্গিনায় দাড়াঞা।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রৈল তুয়া পথ চাঞা (১)॥
যখন তোমায় পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন-পানে,
আল্যাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বন্ধুর গুণ গাই,
ধূমার ছলায় বসি কান্দি॥
মণি নও মাণিক্য নও, হিয়ায় পরিলে রও,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ॥
অগোর চন্দন হৈতাম, শ্যামাঙ্গে লেপিয়া রৈতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামনের চান্দে হাত,
বিহি (২) কিয়ে পূরাবে আমায়॥
নরোত্তম দাসে কয়, তোমার বিচিত্র নয়,
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে, আমার এ প্রাণ যাবে,
সেই দিন দিহ (৩) পদ-ছায়া॥

---

(১) চাঞা—দেখিয়া। (২) বিহি—বিধি। (৩) দিহ—দিও।

## বিভাষ।

মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোর।
তোহারি প্রেম লাগি, পুন চলি যাওব,
অব (১) দরশন নাহি মোর ॥ ধ্রু।
কহইতে রাই বচন, ভেল গদ গদ,
শুনইতে আকুল কান।
দুহুঁ মুখ হেরইতে, দুহুঁ দিঠি (২) ঝর ঝর,
শাঙন (৩) জলদ সমান ॥
এত বলি সুন্দরী, পাওল নিজ মন্দিরে,
নিচোলে (৪) রহু অতি ভোর।
দাস নরোত্তম, হেরই অপরূপ,
পীত নিচোলে তনু জোর (৫) ॥

---

## করুণা।

কিবা সে তোমার প্রেম, কত লক্ষ-কোটি হেম,
সদাই জাগিছে অন্তরে।
পূরুবে(৬)আছিল ভাগি, তেঞি(৭)সে পাইয়াছি লাগি,
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ভয়ে ॥
কালিয়া বরণ খানি, আমার মাথার বেণী,
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।

---

(১) অব—আর। (২) দিঠি—চক্ষু। (৩) শাঙন—শ্রাবণ। (৪) নিচোল—অঞ্চল। (৫) জোর—একত্র। (৬) পুরুবে—পূর্ব্বে। (৭) তেঞি—সেইজন্য।

দিয়া চান্দ মুখে মুখ, পূরাব মনের সুখ,
যে বলু সে বলু ছার লোকে ॥
মণি নহ মুকুতা নহ, গলায় গাঁথিয়া লব,
ফুল নহ কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণ-নিধি,
লইয়া ফিরিতুঁ দেশে দেশ ॥
নরোত্তম দাস কয়, তোমার চরিত্র নয়,
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে দিনে তোমার ভাবে, আমার পরাণ যাবে,
সেই দিন দিও পদ-ছায়া ॥

---

## অনুরাগ—সখী-সম্বোধনে।

### ধানশী।

সখি হে অব কিয়ে করব উপায়।
সুখে থাকিতে বিহি না দিলে হামায় ॥
হাম আওলু (১) সখি কানু আশোয়াসে (২)।
ধিক ধিক অব ভেল জীবন শেষে ॥
সো চঞ্চল হরি শঠ অধিরাজ।
পহিলহি (৩) না জানিয়া কৈনু হেন কাজ ॥

---

(১) আওলু—আসিলাম। (২) আশোয়াসে—আশ্বাসে। (৩) পহিলহি—প্রথমে। (৪) মুঞি—আমি।

কার দোষ দিব সখি আপন কুমতি।
আপনা খাইয়া মুঞি (৪) করিনু পিরীতি॥
পরিণামে হেন হবে ইহা নাহি জানি।
তবে কেন এই আগুণে জারিব (১) পরাণি॥
পরপুরুষের সনে পিরীতের সাধ।
নরোত্তম দাস কহে বড় পরমাদ॥

---

## বিপ্রলব্ধা।

—ঃ*ঃ—

### পাহিড়া।

বন্ধুরে লইয়া কোরে, রজনী গোঙাব সই,
সাধে নিরমিনু (২) আশা-ঘর।
কোন কুমতিনি (৩) মোর, এঘর ভাঙ্গিয়া নিল,
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি, এ বেশ বনানু (৪) গো,
সকলি বিফল ভেল মোর।
না জানি বন্ধুরে মোর, কেবা লৈয়া গেল গো,
এ বাদ সাধিল জানি কোর (৫)॥
গগন উপরে চান্দ, কিরণ উদয় গো,
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।

---

(১) জারিব—জ্বালিব। (২) নিরমিনু—নির্ম্মাণ করিলাম। (৩) কুমতিনি—কুমন্ত্রিণী। (৪) বনানু—প্রস্তুত করিলাম। (৫) কোর—কে

এমন রজনী আমি, কেমনে পোহাব গো,
পরাণ না হয় তার সাথি ॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া, খপুর পূরিল সই,
প্রিয় বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতী মালা, বৃথাহি গাঁথিনু গো,
কেমনে রজনী গোঙাইব ॥
এ পাপ পরাণ মোর, বাহির না হয় গো,
এখনে আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধর ধনি, ধাইয়া চলিনু গো,
কহি, ধায় নরোত্তম দাসে ॥

---

# মান।

—:*:—

## সুহই।

কি কহব তুহুঁ তুর (১) ভাণ (২)।
না হেরসি (৩) তুহুঁ পরিণাম ॥
অবহুঁ (৪) চলু মঝু সাথ।
উহ (৫) করুণা রাখব বাত (৬) ॥
শুনি পহুঁ (৭) আনন্দিত ভেলা।

(১) তুর—অন্যায়। (২) ভাণ—ছল। (৩) হেরসি—দেখিতেছি। (৪) অবহুঁ—এখনও। (৫) উহ—সে। (৬) বাত—কথা। (৭) পহুঁ—প্রভু।

নাসা পরশি ( ১ ) সঙ্গে চলি গেলা ॥
থাড়ি ( ২ ) রহল রাই পাশে।
দুহুঁ মুখ হেরি হাসে ॥
হিয়ে ধরি চুম্বন কান।
পাওল দুহুঁ জীউ ( ৩ ) দান ॥
মদন কলহ দুহুঁ ভাষ।
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস ॥

---

## ধানশী।

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু ॥
ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর।
কানু কমল-করে মোছাই লোর ॥
মান-জনিত দুঃখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ দুহুঁ দরশনে আনন্দ ভেল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহিদূরে ( ৪ ) রহু নরোত্তম দাস ॥

---

( ১ ) পরশি—স্পর্শ করিয়া। ( ২ ) থাড়ি—নিঃশব্দ, দণ্ডায়মান। ( ৩ ) জীউ—জীবন। ( ৪ ) দূরহিদূরে—দূর হইতেও দূরে।

# প্রবাস।

—ঃ*ঃ—

## পঠমঞ্জরী।

মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার (১) ধন।
আমারে ছাড়িয়া তুমি, মধুপুর যাবে জানি,
তবে আমি তেজিব পরাণ॥
নহেত আনল (২) খাব, কিবা বনে প্রবেশিব,
এই আমি দঢ়ায়াছি (৩) চিতে।
লইয়া তোমার নাম, গলায় গাঁথিয়া শ্যাম,
প্রবেশ করিব যমুনাতে॥
কুলবতী হৈয়া যেন, কেহ ত না করে প্রেম,
পিরীতি করহ এই রীতে।
যে জন চতুর হয়, প্রেম রস কভু নয়,
রস হৈলে হয় বিপরীতে॥
বুঝিনু ঐছন কাজ, তুমি সে নাগর-রাজ,
যুবতী জনের প্রাণ লৈতে।
নরোত্তম দাস কয়, না জানি কি জানি হয়,
নিশ্চয় কহিলাঙ প্রাণনাথে॥

---

(১) নিধনিয়ার—নির্দ্ধনের। (২) আনল—অনল। (৩) দঢ়ায়াছি—দৃঢ় করিয়াছি।

## ধানশী।

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ ইহা গেল জানা॥
দাব-দগধ লিক ছুট ফুটি এহ।
এ ছার নিলজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ॥
কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব (১) আমি এ দিন সকল॥
এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহিল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি (২)।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাঙ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সতি।
শ্যাম সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি॥

---

## ধানশী।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
আনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি॥

---

(১) গোঙাব—কাটাইব। (২) সোঙরি—স্মরণ করিয়া।

মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন চুয়া॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল-ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতির ফান্দ॥

## পঠমঞ্জরা।

আরে কমল দল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ মুখ দেখি॥
যে সব করিলা কেলি গেল বা কোথায়।
সোঙারিতে প্রাণ কান্দে কি করি উপায়॥
আঁখির নিমিষে মোরে হারাও হেন বাস।
এমন পিরীতি ছাড়ি গেলা দূর দেশ॥
প্রাণ ছটফট করে নাহিক সম্বিত।
নরোত্তম দাস কহে কঠিন চরিত॥

## পঠমঞ্জরা।

নব ঘন শ্যাম,, অহে প্রাণ,
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন শশী, অমিয় মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি॥

তোমার নামের আদি, হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি,
তবে তোমা দেখিতুঁ সদাই।
এমন গুণের নিধি, হরিয়া লইল বিধি,
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমত বেথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে, পরাণ কেমন করে,
কি কহিব কহনে না যায়॥
এবে সে বুঝিলু সখি, জীবন সংশয় দেখি,
মনে মোর কিছু নাহি ভায় (১)।
যে কিছু মনের সাধ, বিধাতা করিলে বাদ,
নরোত্তম জীবন আপায় (২)॥

---

## তুড়ি।

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণ প্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্র-বয়ান॥
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনা পুলিন॥

---

(১) ভায়—উদয় হয়। (২) আপায়—ভাগ্যহীন।

ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব (১) গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট (২), ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিল মাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র কুমার॥

---

# মাথুর।

—*—

(সখী-উক্তি)

## ধানশী।

শুন শুন মাধব বিদগধ-রাজ।
ধনী যদি দেখবি না সহে বেয়াজ (৩)॥
নব কিশলয়-দলে শুতলি (৪) বর নারী।
বিষম কুসুম-শর সহই (৫) না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল (৬) আগি (৭)।

---

(১) ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব। (২) নাট—রঙ্গ। (৩) বেয়াজ—বিলম্ব। (৪) শুতলি—শয়ন করিয়া আছেন। (৫) সহই—সহ্য করিতে। (৬) ভেল—হইল। (৭) আগি—অগ্নি।

জীবন ধরয়ে তুয়া (১) দরশক (২) লাগি॥
অনেক যতনে কহ আখর (৩) আধ (৪)।
না জানিয়ে অবকিয়ে (৫) ভেল পরমাদ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান॥

---

( সখী-উক্তি )

## তিরোতা—ধানশী।

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ (৬) চায়।
না দেখিয়া চাঁদ মুখ কান্দে উভরায়॥
কাহ্ন মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাহাঁ নব-ঘন-শ্যাম॥
অমৃতের সার কাহাঁ সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়া-কর্ষ কাহাঁ মুরলী বদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত (৭) হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখী কররে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর (৮)॥

---

(১) তুয়া—তোমাকে। (২) দরশক—দেখিবার। (৩) আখর—অক্ষর। (৪) আধ—অর্দ্ধেক। (৫) অবকিয়ে—এখন। (৬) দিশ—দিক। (৭) উনমত—উন্মত্ততা। (৮) ওর—সীমা।

## যুগল রূপ।

এতক্ষণে রাই ধনী ঘুমাইল। ধ্রু।
দুই বাহু রাহু যেন চান্দে গরাসল (১)।
কনক লতিকা যেন তমালে বেড়ল (২)॥
চাঁদ বদন বদন চাঁদ ইন্দু বদন শশী।
দুই চান্দে এক যেন চান্দে মিশামিশি॥
শ্যাম-নাসার নিশ্বাসেতে রাইর মতি দোলে।
জাহ্নবীর জলে যেন কনক মালা খেলে॥
দূরেহুঁ দূরে গেও যত সখীগণ।
নরোত্তম দাস কহে যুগল মিলন॥

---

## কেদার।

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥
কাজরে মিশাল কিয়ে নব গোরোচনা।
নীলমণি ভিতরে পশিল কাঁচা সোণা॥
কনকের বেদি ভেদি কালিন্দী বহিল।
হেমলতা ভুজ দণ্ডে কানুরে বেড়িল॥
আন্ধারে জলয়ে কিবা রসের দীপিকা।
তমালে বেড়ল জনু কনক লতিকা॥

---

(১) গরাসল—গ্রাস করিল। (২) বেড়ল—বেষ্টন করিল।

রাই সে রসের নদী অমিয়া পাথার।
রসময় কানু তাহে দিয়েছে সাঁতার॥
রাই সে রসের সিন্ধু তরঙ্গ অপার।
ডুবল নরোত্তম না জানি সাঁতার॥

---

## মঙ্গল।

ও মুখ শরদ, সুধাকর সুন্দর,
ইহ নলিনী দল গঞ্জে।
ও তনু নব ঘন, সুন্দর রঞ্জিত,
ইহ থির দামিনী পুঞ্জে॥
দেখ রাধা মাধব জোরি (১)।
দুহুঁক পরশ রসে, দুহুঁ পুলকাইত,
দুহুঁ দোহাঁ রহল আগোরি (২)॥
ও নব নাগর, সব গুণ আগোর (৩),
ইহ সে কলাবতী সীম (৪)।
ও অতি চতুর, শিরোমণি বিদগধ,
এ সব গুণহি (৫) গরীম (৬)॥

---

(১) জোরি—একত্রিত। (২) আগোরি—আগলাইয়া। (৩) আগোর—অগ্রবর্ত্তী। (৪) সীম—সীমা। (৫) গুণহি—গুণেতে। (৬) গরীম—গৌরবান্বিত।

মধুর বৃন্দাবনে, শ্যাম গোরী তনু,
দুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস, আশ চরণে দুহুঁ,
শ্রীবল্লভ মন ভোর॥

## শ্রীরাগ।

রাই অঙ্গ ছটায়, উদিত ভেল দশদিশ,
শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বন,
রাই রূপে চৌদিগে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী,
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন,
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে॥
গৌর যমুনা জল, গৌর ভেল জলচর,
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি, গোরাচাঁদ তার সাথী,
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল,
রাই রূপে চৌদিক ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয়, অপরূপ রূপ নয়,
দুহুঁ তনু একই মিলিত॥

# প্রার্থনা।

—:*:—

## শ্রীগান্ধার।

বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীগুরু চরণ বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ, সনাতন রঘুনাথ,
তাহাতে নহিল মোর মতি।
বৃন্দাবন রস ধাম, চিন্তামণি যার নাম,
সেহো ধামে না কৈল বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে রতি, নহিল বৈষ্ণবে মতি,
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কয়, জীবের উচিত নয়,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে॥

## বরাড়ী।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলাসহি মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তি রস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবন চবুতরা (১) তাহে মোর মন ভোরা (২)
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

---

## বিভাস।

হে গোবিন্দ, গোপীনাথ,
কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধ ছয় গুণে, লৈয়া ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।

---

(১) চবুতরা—প্র[illegible]ণা। (২) ভোরা—মুগ্ধ।

অর্থ লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ( ১ ) ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, লৈয়াছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে (২ ) খসাইয়া সেই ডোরে,
ভব কূপে দিলে ফেলাইয়া ॥
পুন যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

## পাহিড়া।

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন-বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপ-রাশি ॥
তেজিয়া শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
কনক ঝারির জল দূরে পরিহরি।
কবে যমুনার জল খাব কর পূরি ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা-পুলিনে ॥

---

( ১ ) বুলিয়ে—বেড়াই। ( ২ ) বলাৎকারে—প্রভাবে।

তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কবে ব্রজে বসিব হাম বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তম দাসে কয় করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

---

## পাহিড়া।

বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হৃদি মাঝে দিল দারুণ বেথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেহো সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এ জনম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহ থাক, রাম চন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্ট যুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রাম চন্দ্র যাঁর দাস,
পুনঃ নাকি মিলিবে আমারে॥
আঁচলে রতন ছিল, কোন্ ছলে কেবা নিল,
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাসে বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে,
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই॥

---

## বিভাস।

যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান, পুণ্য কর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান,
সব অকারণ ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বসন হীন আভরণ দেহে॥
সাধু মুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত.
নাহি ভেল অপরাধ কারণে।
সতত অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমনে॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে,
না করিলাম সে রূপ ভাবন॥
রাধা-কৃষ্ণ দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে রহুক বাসনা।
নরোত্তম দাস কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সোঁপিনু আপনা॥

---

## সুহই।

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেম কন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥

যে সব করয়ে লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম, এবে ভেল ভব-বন্ধ,
সে না শেল রহি গেল চিতে ॥

প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট-যুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, যে সব করিল কেলি (১)
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥

সভে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধ হৈল সভাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুখ, না দেখাউঁ (২) ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী ॥

শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার পাশ,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহো (৩) মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা,
দুখে জীউ (৪) করে আনচান ॥

যে মোর মনের বেথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

(১) কেলি—লীলা। (২) দেখাউঁ—দেখাইব। (৩) তেঁহো—তাঁহার। (৪) জীউ—প্রাণ।

## সুহিনী।

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবন যাব॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস-লীলা।
যেখানে যেখানে যে করিলা॥
কবে আর গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়ন-যুগ ভরি॥
আর কবে নয়নে দেখিব।
বনে বনে ভ্রমণ করিব॥
আর কবে শ্রীরাস মণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধু সঙ্গে বৃন্দাবন বাস।
নরোত্তম দাস মনে আশ॥

---

## ধানশী।

যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর (১)॥

(১) আচার্য্য ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য্য।

কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা (১) সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ (২) কাঁহা কবিরাজ (৩)।
এক কালে কোথা গেল গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস॥

---

## ধানশী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু! দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো (৪) সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।
হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দে সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুখী॥
দয়াকর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই॥
হাহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব (৫) হা প্রভু লোক নাথ॥

---

(১) কাঁহা—কোথায়। (২) ভট্টযুগ—গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট। (৩) কবিরাজ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। (৪) মো—আমার। (৫) শ্রীজীব—জীবগোস্বামী।

দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

## পাহিড়া।

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী (১) মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে খাব উদর পূরিয়া।
রাধাকুণ্ড জলে স্নান, করি কুতূহলে নাম,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রাস কেলি যেই স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া ॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়নে দর্শন হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মাঝে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ ॥

(১) মাধুকরী—পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষা প্রাপ্ত দ্রব্য।

## বিভাস।

প্রভু মোর মদন গোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ,
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,
কৃপা ডোরে বান্ধি লেহ মোরে॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এই বড় ভরসা মনে, ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে,
বংশীবট দেখি যেন সুখে॥
কৃপা কর আগুসারি, লেহ মোরে কেশে ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদ ছায়া।
অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করিহ মায়া॥
অনিত্য শরীর ধরি, আপন আপন করি,
পাছে আছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাস-মনে, প্রাণ কান্দে রাত্রি-দিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়॥

---

## পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ প্রকৃতি হইব॥
টানিয়া বান্ধিব চূড়া, নবগুঞ্জা তাহে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।

পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,
বদনে তাম্বূল দিব আর ॥
দুহুঁ রূপ মনোহারী, দেখিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া।
নব রত্ন জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥
সেনা রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥

---

## কেদারা।

প্রভু হে এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই বড় মনের বাসনা ॥
নিজ পদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা,
দুহুঁ পহুঁ করুণা সাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্য মানো,
মুঞি বড় পতিত পামর ॥
ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।
দুহুঁ দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকট চরণ দিবে দানে ॥

পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাস কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল॥

---

## ধানশী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন সংসার মাঝে তুঁয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

---

## ধানশী।

হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥

ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী ॥

---

## ধানশী।

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ চরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে ॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখীগণ জ্যেষ্ঠা যেঁহো তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরি সখি কৃপাদৃষ্টে চেয়ে।
তাপি নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিয়ে ॥

---

## পাহিড়া।

হা হা প্রভু কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়া জালে তনু দহিছে আমার॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাস কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে।
চাঁদ মুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে॥

---

## ধানশী।

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন "দাসী হেথা আয়"।
"সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়"॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞা বলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥

সেবার সামগ্রী রত্ন থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ ঝারিতে পুরিয়া॥
দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥

---

## পাহিড়া।

হরি হরি কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিল মতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত সাগর।
শুনিতাম সে কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥
হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥

## ধানশী।

হাহা প্রভু লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপা দৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এই বার ॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদ তলে দেহ ঠাঞি ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাই রাত্র দিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া (১) বিনে ॥

---

## ধানশী।

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হৈয়া।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমাপানে চাইয়া ॥
সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দোঁহ বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥

---

(১) তুয়া—তোমার।

অতি নম্র চিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবা কার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

———

## ধানশী।

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোঁসাঞি।
পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথায় পায়॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরি স্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

———

## পাহিড়া।

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥

অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি (১) না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া পিচাশী (২)।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষ-দরশি (৩) প্রভু পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

---

## ধানশী।

শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হাহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যাহার সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদ পদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম (৪) সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

---

(১) রতি—অনুরাগ। (২) পিচাশী—পিশাচী। (৩) অদোষ-দরশি—যিনি কাহারও দোষ দেখেন না। (৪) নর্ম্ম—প্রিয়।

## বিহাগড়া।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার (১) রূপ গুণ গান॥
রাধিকা গোবিন্দ বলি কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা॥
সবে মিলি কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

---

## কামোদ।

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব, দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।

---

(১) দুহাঁর—রাধাকৃষ্ণের।

কনক সম্পুট (১) করি, কর্পূর তাম্বুল পূরি,
যোগাইব অধর যুগলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত-পাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনা অন্য নাহি ভায় (২) ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

---

## পাহিড়া।

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু (৩)।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না হইল কেন তায়।
সংসার দাবানলে, নিরবধি হিয়া (৪) জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।

---

(১) সম্পুট—কৌটা। (২) ভায়—দীপ্তি পায়। (৩) গোঙাইনু—অতিবাহিত করিলাম। (৪) হিয়া—চিত্ত।

দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হাহা প্রভু নন্দ-সুত, বৃষভানু-সুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

---

## শ্রীগান্ধার।

হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট-যুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি,
দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
হেন স্থানে নহিল বসতি ॥
বিশেষে বিষয়ে রতি, নহিল বৈষ্ণবে মতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে, জীবের উচিত নহে,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

---

## পাঠমঞ্জরী।

হরি হরি কি মোর করম (১) অভাগ (২)।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি অনুরাগ ॥
যজ্ঞ, দান, তীর্থ-স্নান, পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্ম-জ্ঞান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন আভরণ দেহে ॥
সাধু মুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন ॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে,
হরি-পদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সেরূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তম দাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা ॥

---

(১) করম—অদৃষ্ট। (২) অভাগ—দুর্ভাগ্য।

## পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু পুরে, আহীরি গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব॥ ধ্রু।
যাবটে আমার কবে, এ পাণিগ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম প্রেষ্ঠ, (১) যে হয় তাহার শ্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁর পায়॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈয়া, রাতুল চরণ লইয়া,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহাঁর যুগল-চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈয়া হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুহুঁ চাঁদ মুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে প্রেমাধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার॥

---

(১) প্রেষ্ঠ—অতিশয় প্রিয়।

শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তম দাস মনে, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়॥

---

## বিহাগড়া।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
গোবর্দ্ধন গিরিবর, পরম নিভৃত ঘর,
রাই কানু করাব শয়নে॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব,
মোছাইব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পুরি,
যোগাইব দুহুঁক অধরে॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব,
দুহুঁ অঙ্গ পুলক অঙ্কুরে॥
মল্লিকা মালতী যূথি. নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায়॥

আর কবে এমন হব, দুহুঁ মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জ শয়নে।
শ্রীকুন্দ লতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥

---

## ধানশী।

গোবর্দ্ধন গিরিবর, পরম নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করাব বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব বদন কমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী রতন নূপুর আনি
পরাইব চরণ যুগলে॥
কনক কটোরা পূরি সুগন্ধি চন্দন থুরি
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইবে দেখি
দুহুঁ পদ পরশিব করে।
চৈতন্য দাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তম দাসে সদা স্ফুরে

---

## ধানশী।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলি কৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে ॥
ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীর গণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি।
রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতূহলী ॥
আলয় বিশ্রাম ঘর, গোবর্দ্ধন গিরিবর,
রাই কানু করাব শয়নে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবনে ॥

---

## গান্ধার।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদ গদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চ রায় ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া,
ডাকিব হা প্রাণনাথ বলি।

কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে খাব করপুটে তুলি ॥
আর কি এমন হব, শ্রীরাস মণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
পড়িয়া রহিব কবে তায় ॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ান ভরি,
রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
আশা করে নরোত্তম দাস ॥

— —

## সুহই।

হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদপদ্ম, না সেবিলাম তিল আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত-মাঝ,
যেহোঁ কৈল চৈতন্য চরিত।
গৌর-গোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥

সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

---

## পাহিড়া।

করঙ্গ (১) কৌপীন লৈয়া, ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়া,
তেয়াগিয়া (২) সকল বিষয়।
হরি অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া।
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনের কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গিরিবর-ধারী,
কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব।

---

(১) করঙ্গ—বৈষ্ণবগণের জলপাত্রবিশেষ। (২) তেয়াগিয়া—পরিত্যাগ করিয়া।

মাধবী কুঞ্জের পরি সুখে বসি শুক শারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস।
তরুমূলে বসি ইহা, শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্ল্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে॥

---

## বিভাষ।

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
গোপীকুল প্রিয় দেহ মোরে॥
তুয়া প্রিয় পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস,
কার কিবা কাজ নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার গতি, বিষয়েতে লুব্ধ মতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥

মো বড় অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম,
নরোত্তম লইল শরণে॥

---

## ধানশী।

রাধাকৃষ্ণ সেব মন জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখো রাত্রি দিনে॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হও ভোর॥
শ্রীরূপ মঞ্জরি দেবি! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া॥
শ্রীরাস মঞ্জরি দেবি! কর অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

---

## ধানশী।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের (১) বন।
রতন বেদীর পর বসাব দুইজন॥

---

(১) কেলিকদম্ব—যে কদম্বের ফুল ছোট হয়।

শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চূয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখী-বৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

---

## বিভাস।

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুল-চন্দ্র, গোপী-জন-বল্লভ,
হে কৃষ্ণ প্রেয়সী-শিরোমণি।
হেম গৌরী শ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥
অধম দুর্গত জনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পূরাও মন সাধে॥

---

## পাহিড়া।

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এই জন নিবেদন করে॥ ধ্রু।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
তুয়া প্রিয় ললিতা আদেশে।
তুয়া প্রিয় নিজ সেবা, দয়া করি মোরে দিবা,
করি যেন মনের হরিষে॥
প্রিয় গিরিধর সঙ্গে, অনঙ্গ খেলন রঙ্গে,
অঙ্গ-বেশ করাইতে সাজে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার, দাসী যেন হও তার,
অনুক্ষণ থাকোঁ তাঁর সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূর বাসিত-গুয়া পান।

এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ দ্রব্য নানা অনুপাম ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এ সব আনি কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে ॥

---

## কেদার।

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে ॥
হরি হরি মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচড়িব,
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ সুধাকর ॥

নীল পটাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব,
মাজব আপন চিকুরে॥
কুসুমক নব দলে, শেজ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
ছরমিত দুহু ক শরীরে॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে, তাম্বুল সুরসে,
ভুঞ্জব অধিক যতনে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান।

---

## কেদার।

অরুণ কমল দলে, শেজ বিছায়ব,
বৈসাব (১) কিশোর কিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ, পঙ্কজ মনোহর,
মরকত-শ্যাম হেম-গোরী॥

---

(১) বৈসাব—বসাইব।

প্রাণেশ্বরি কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি ( ১ )।

আজ্ঞায় আনিব কবে চম্পক ফুলবর

গুনব বচন আধ মিঠি ( ২ ) ॥

মৃগমদ ( ৩ ) তিলক সুসিন্দুর বনায়ব ( ৪ )

লেপব ( ৫ ) চন্দন গন্ধে।

গাঁথিয়া মালতি ফুল হার পহিরাওব ( ৬ )

ধাওব ( ৭ ) মধুকর বৃন্দে ॥

ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওব ( ৮ ),

বীজব ( ৯ ) মারুত মন্দে ( ১০ )।

শ্রমজল ( ১১ ) সকল, মিটব ( ১২ ) দুহুঁ কলেবর,

হেরব পরম আনন্দে ॥

নরোত্তম দাস, আশ পদ পঙ্কজ,

সেবন মাধুরী পানে।

হোয়ব হেন দিন না দেখিয়ে কিছু চিন ( ১৩ )

দুহুঁ জন হেরব নয়ানে ॥

---

## ধানশী।

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,

সেই মোর ভজন পূজন।

---

( ১ ) দিঠি—দৃষ্টি। ( ২ ) মিঠি—মিষ্ট। ( ৩ ) মৃগমদ—কস্তুরী ( ৪ ) বনায়ব—প্রস্তুত করিব। ( ৫ ) লেপব—লেপন করিব। ( ৬ ) পহিরাওব—পরাইয়া দিব। ( ৭ ) ধাওব—ধাবিত হইব। ( ৮ ) দেওব—দিতে হইবে। ( ৯ ) বীজব— ব্যজন করিব। ( ১০ ) মন্দে—মৃদু মৃদু। ( ১১ ) শ্রমজল— ঘাম। ( ১২ ) মিটব— মিটিয়া যাইবে। ( ১৩ ) চিন—চিহ্ন।

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই জপ, সেই মোর সিদ্ধি যোগ,
সেই মোর ধরম করম ॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদ হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরী শশী, প্রাণ কুবলয় রাশি,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া অদর্শন অহি (১), গরলে জারল দেহি (২),
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা মোরে কর দয়া, দেহ তুয়া পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

---

## বিহাগড়া।

প্রথম জননী কোলে, স্তনপান কুতূহলে,
অজ্ঞান আছিনু মতিহীন।
তবে বালক সঙ্গে, খেলাইতাঙ (৩) নানা রঙ্গে,
এমতি গোঙাইলাঙ (৪) কতদিন ॥

---

(১) অহি—সর্প। (২) দেহি—দেহ। (৩) খেলাইতাঙ—খেলা করিতাম। (৪) গোঙাইলাঙ—কাটাইলাম।

দ্বিতীয় সময় কাল, প্রকাশিত বিকার,
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ বিলাস নারী, এ সব কৌতুক করি,
তাহা দেখি হাসে যমরায়॥
তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন হাতে গলে,
পুত্র কলত্র গৃহ বাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে, যোগ নাহি লয় মনে,
তুয়া পদে না করিনু আশ॥
চারি কাল হৈল যদি, হরিল আঁখের জ্যোতি,
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
নরোত্তম দাস কয়, এইবার রাখ রাঙ্গা পায়,
ভক্তি দান দেহ মহাশয়॥

---

## সারঙ্গ।

আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পূরি,
তৈছে (১) দেখ সকলি বিটাল (২)॥
ভকতের ভেক (৩) ধরে, সাধু পথ নিন্দা করে,
গুরুদ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরু পদে যার মতি, খাট করায় তার রতি,
অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ॥

---

(১) তৈছে—তেমনি। (২) বিটাল—প্রতারণা। (৩) ভেক—ভাব।

প্রাচীন প্রবীণ পথ, তাহা দোষে অবিরত,
করে দুষ্ট কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে, কূপজল যেন বন্দে,
সেই পাপী অধম সবার॥
যার মন নিরমল, তারে করে টলমল,
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ, মৃদু মতি করে অঙ্গ,
তার মুণ্ডে পড়ে যেন দণ্ড॥
কাল ক্রিয়া লেখা ছিল, এবে পরতেক গেল,
অধমের শ্রদ্ধা বাঢ়ে তায়।
নরোত্তম দাস কহে, এ জনার ভাল নহে,
এরূপে বঞ্চিল বিহি (১) তায়॥

---

## সুহই।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করোঁ (২) এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার!
দারুণ সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
চুলে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করম ফাঁস বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি (৩) কান্দে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।

---

(১) বিহি—বিধাতা। (২) করোঁ—করিতেছি। (৩) তেঞি—সেইজন্ত।

আমার ঐছন (১) মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
পথ বিপথ নাহি মানে ॥
না লইনু সত-মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া (২) পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাস কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়,
এইবার তরাইয়া লেহ পাশ ॥

---

## সুহই।

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সম্পদ,
শুন ভাই হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে,
আর সভে মরে অকারণ ॥
বৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নাহি বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণ রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থ জল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে ভক্তি বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

---

(১) ঐছন—এই প্রকার। (২) তুয়া—তোমার।

## শ্রীরাগ।

গোরা ( ১ ) পঁহু ( ২ ) না ভজিয়া মৈনু ( ৩ )
প্রেম রতন হেলায় হারাইনু ॥
অধন যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম ( ৪ ) দোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসৎ-বিলাস।
তে ( ৫ ) কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তন রসে মগন ( ৬ ) নহিনু ( ৭ ) ॥
কেন বা আছয় ( ৮ ) প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥

---

## ধানশী।

গৌরাঙ্গ বলিতে কবে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে কবে হবে নয়ানক ( ৯ ) নীর ॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম ( ১০ ) হেরব ( ১১ ) শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ সনাতন বলিতে কবে হইবে আকুতি ( ১২ )।
কবে বা বুঝব হাম যুগল পিরীতি ॥
রূপ রঘুনাথ দাসের অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

---

( ১ ) গোরা—গৌরাঙ্গ। ( ২ ) পঁহু—প্রভু। ( ৩ ) মৈনু—মরিলাম। ( ৪ ) করম—অদৃষ্ট। ( ৫ ) তে—সেই। ( ৬ ) মগন—মগ্ন। ( ৭ ) নহিনু—হইলাম না। ( ৮ ) আছয়—আছে। ( ৯ ) নয়ানক—চক্ষুর। ( ১০ ) হাম—আমি। ( ১১ ) হেরব—দেখিব। ( ১২ ) আকুতি—বলবতী ইচ্ছা।

## ধানশী।

আরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি গৃহ-বিষকূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ( ১ ) ॥
তাপত্রয় ( ২ ) বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া ( ৩ ) জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপু বশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরা পদ পাশরিল (৪),
বিমুখ হৈল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তাঁরা হইল পতিত পাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গৌর সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

---

## ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি !

---

( ১ ) পাঁচ পরাণ—পঞ্চ প্রাণ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। ( ২ ) তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। ( ৩ ) হিয়া—হৃদয়। ( ৪ ) পাশরিল—বিস্মৃত হইল।

গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভজন অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য-সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয়ে ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

——

## কামোদ।

কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরা রে,
বর-বিধু জিনিয়া বয়ান।
দুটি আঁখি নিমিখ, মুরুখ বর বিধিরে,
না দিলে অধিক নয়ান ॥
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর।
কনক-মুকুর জিনি, গোরা-অঙ্গ সুবলনি,
হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত,
মালতী কুসুম সুরঙ্গ।
হেরি গোরা মুরতি, কত শত কুলবতী,
হানত মদন-তরঙ্গ ॥
অনুক্ষণ প্রেমভরে, ও রাঙ্গা নয়ন ঝরে,
না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন, না ভজিনু সে চরণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥

নদীয়া নগরী, সেহো ভেল ব্রজপুরী,
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গী করু, বাঞ্ছাকলপতরু,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

---

### ধানশী।

নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথাই জনম তার,
কি করিবে বিদ্যাকুলে তার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিয়া সংসার সুখে,
সেই পাপী অধম সভার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেকে সত্য করি মানে।
এ ভব সংসার মাঝে, নিতাই চাঁদে যে না ভজে,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
নিতাই চাঁদের দয়া হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখি রাঙ্গা চরণের পাশ॥

---

## নামসংকীর্ত্তন।

---

### গুর্জ্জরী।

জয় জয় গুরু গোসাঞি শ্রীচরণ সার।
যাঁহা হৈতে হব পার এ ভব সংসার॥

মনানন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পায়ে মজাইয়া মন॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥
জয় রস নাগরী জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন মদন গোপাল॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর (১)॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাঁহার করুণা বলে গোরা গুণ গাই॥
জয় জয় শ্রীনিবাস জয় গদাধর।
জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ দয়া কর মোরে।
সবার চরণ ধূলি ধরি নিজ শিরে॥
জয় জয় নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ।
মো (২) পাপীরে দয়া করি কর আত্মসাথ॥
জয় জয় গোপাল দেব ভকত-বৎসল।
নব-ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞির লাগি যার নাম ক্ষীরচোর॥
জয় জয় মদন গোপাল বংশীধারী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম (৩) চরণ-মাধুরী॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি মনোহর।
কোটিচন্দ্র জিনি যাঁর বদন সুন্দর॥

(১) কোঙর—কুমার। (২) মো—আমি। (৩) ঠাম—ভঙ্গী।

জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল।
তমাল শ্যামল অঙ্গ পীন বক্ষঃস্থল॥
জয় জয় মথুরা মণ্ডল কৃষ্ণধাম।
জয় জয় গোকুল গোলোক আখ্যান॥
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণলীলা স্থান।
শ্রীবন লোহভদ্র ভাণ্ডীর বন নাম॥
মহাবনে মহানন্দ পান ব্রজবাসী।
যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি॥
জয় জয় তালবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥
জয় জয় ললিতাকুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানস গঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দান ঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষয় বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা-নিকট॥
জয় জয় কেশীঘাট পরম মোহন।
জয় বংশীবট রাধাকৃষ্ণ-মনোরম॥
জয় জয় রাসঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী-নন্দন॥
জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণ-কেলি-পাবন সরোবর॥
জয় জয় যাবট গ্রাম অভিমন্যালয়।
সখী-সঙ্গে রাই যাঁহা সদা বিরাজয়।
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
জয় জয় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান॥

জয় জয় ব্রজবাসী শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপীমাঝ॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥
জয় জয় রাধাসখী ললিতা সুন্দরী।
সখীর পরম প্রেষ্ঠ (১) রূপের মাধুরী॥
জয় জয় বিশাখা চম্পক-লতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা॥
জয় জয় রাধানুজা অনঙ্গ-মঞ্জরী।
ত্রিভুবন জিনি যাঁর অঙ্গের মাধুরী॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করান মায়া আচ্ছাদিয়া॥
জয় জয় বৃন্দাদেবী কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
জয় জয় বীরা সখী সর্ব্বমনোরমা॥
জয় জয় রত্নমণ্ডপ রত্ন সিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ।
শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা করহ ভাবনা॥
ছাড়ি সব অন্য কর্ম্ম অসৎ আলাপনে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণচন্দ্রে করহ ভাবনে॥
এই সব লীলাস্থান যে করে স্মরণ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরি তাঁহার চরণ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

---

(১) প্রেষ্ঠ—প্রিয়তম।

## গৌরী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র।
অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুঞি তাঁর দাস।
তা সবার চরণ-রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥
এই ছয় গোসাঞি যাইয়া ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
আনন্দেতে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

---

# ভোজন আরতি।

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী॥ ধ্রু।
হে গিরিধারি গোবর্দ্ধন-ধারি।
কেলি-কলারস-মনোহারী॥
শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান (১)।
ভোজন মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান (২)॥
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসন।
সুবাসিত জল দিয়া ধোয়ায় চরণ॥

---

(১) অবধান—মনোযোগ। (২) পয়ান—গমন।

বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ॥
শাক সুকুতা অন্ন নাফড়া ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীকুমার॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
ভৃঙ্গার (১) ভরিয়া দিলা সুবাসিত বারি॥
জল পান করি প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ খরুকা দিয়া দন্ত ধাবন॥
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে।
প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্বূল সেবনে॥
তাম্বূল সেবার পর পালঙ্কে শয়ন।
সীতা ঠাকুরাণী করে চরণ সেবন॥
ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারি।
ফুলের পালঙ্কে তাহে চান্দোয়া মশারি॥
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস।
তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস॥
ফুলের পামরি (২) যত উড়ি পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
অদ্বৈত-গৃহিণী আর শান্তিপুর-নারী।
হুলু হুলু জয় দেয় প্রভু বদন হেরি॥
ভোজনের অবশেষ ভকতের আশ।
চামর বীজন করে নরোত্তম দাস॥

---

(১) ভৃঙ্গার—জলপাত্র। (২) পামরি—পাঁপড়ী।

# রাধিকার মানভঙ্গ।

মান করিয়া রাধে বসেছে বিরলে।
ধড়া চূড়া বান্ধি কৃষ্ণ গেল হেন কালে॥
সমুখে দাঁড়াল কৃষ্ণ পূরিয়া মুরলী।
আড় নয়নে গৌরী শ্যাম অঙ্গ নেহারি॥ ধূয়া॥

হে দেগো ললিতা সখী।
কালরূপ না হেরে আঁখি॥ ১॥

শুন গো ললিতা সখী বলি এ স্বরূপ।
আর না হেরিব আমি কালা কানুরূপ॥
কালাবিষে জর জর হইল মোর তনু।
আমার আঙ্গিনা হইতে জাইতে বল কানু॥ধূয়া॥

না হেরিব চিকন কালা।
অন্তরে বিষের জ্বালা॥ ২॥

কাল সঙ্গে প্রেম আমি না করিব আর।
আপ্তজ্ঞান অন্তরে নহিক যাহার॥
পরের বেদনা যেই কিছুই না জানে।
তার সঙ্গে প্রেম করি মরি কি কারণে॥ ধুয়া॥

কাল অঙ্গ অহি হবে।
উলটিয়া মোরে খাবে॥ ৩॥

কালিয়া কবরী বাঁধে কাঁপিয়া বসনে।
কাল কাদম্বিনী পানে না চাহে নয়ানে॥
পিক অলি ই ছিল রাধার সমুখে।
উড়াইয়া দিল দুই আপনার দুখে॥ ধুয়া॥

যা রে নাগর আন ভিতে।
যথা তোমার লয় চিতে॥ ৪॥

বুঝিয়া রাধার মন দেব হৃষীকেশ।
বিচিত্র করিয়া তবি বানাইল বেশ।

অনন্ত প্রভুর মায়া কে বুঝিতে পারে।
শত শত কৃষ্ণ হইয়া চারিদিগে ফিরে ॥ ধুয়া ॥
যে দিগে হেরয়ে গোরী।
সেই দিগেতে দেখি হরি ॥ ৫ ॥
বিধুমুখ ঝাঁপি গোরী পীতবাস দিয়া।
বসিলেন বিনোদিনী অধোমুখ হইয়া ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মেঘে আচ্ছাদিল।
তাহাতে বসন দিয়া বদন ঝাঁপিল ॥ ধু ॥
পূর্ণ শশধরমুখী।
বসনে রাখিল ঢাকি ॥ ৬ ॥
নয়ান মেলিল রাধা মন কুতুহলে।
দেখি শ্যাম বংশীধারী বনমালা গলে ॥
দেখিয়া বিস্ময় হইল রাধা বিনোদিনী।
ঊর্দ্ধমুখে রহিলেন হ'য়ে অভিমানী ॥ ধু ॥
গগনে হেরিতে গোরী।
দেখে শ্যাম বংশীধারী ॥ ৭ ॥
একি অসম্ভব সখী কহিতে না পারি।
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেইদিকে হরি ॥
মুদিত নয়ানে হাম থাকিব বসিয়া।
কোন দিকে না হেরিব নয়ান মেলিয়া ॥ ধু ॥
মুদিয়ে কমল আঁখি।
বসিলেন বিধুমুখী ॥ ৮ ॥
রাধার নয়ানে কৃষ্ণ প্রবেশ করিল।
ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্যাম তথা দাঁড়াইল ॥
অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণ বিরাজ করয়।
নয়ান মুদিয়া রাধে অধোমুখী হয় ॥ ধু ॥
শুন গো ললিতা সখী।
অন্তরে গোবিন্দ দেখি ॥ ৯ ॥
যাও যাও প্রিয়সখী বল তুমি যাইয়া।
নীরস কুসুমে অলি কেনে ফিরে ধাইয়া ॥

আমি রাধে কেতকী কুসুম সমতুল।
তবে কেন আমা লাগি ফিরে অলিকুল ॥ ধূ ॥
আমি রাধে বলহীন।
মানেতে হইয়াছি ক্ষীণ ॥ ১০ ॥
শুনগো ললিতা সখী আমার বচন।
পরিহরি কালরূপ যাব কুঞ্জবন ॥
যথায় নাহিক রবি শশীর প্রকাশ।
গোপনে রহিব আমি মনে করিলাম আশ ॥ ধূ ॥
যতো মায়া করিল হরি।
তথাচ না হেরে গোরী ॥ ১১ ॥
ললিতা বলেন রাধে শুন মোর বাণী।
তোমা লাগি আকুল হইল নীলমণি ॥
নারীর এতেক মান কভু ভালো নয়।
তোমা প্রাণ না দেখি আকুল হৃদয় ॥ ধূ ॥
তব মান দেখি ভারি
আকুল হইল হরি ॥ ১২ ॥
সখীর এতেক কথা শুনিয়া অন্তর।
ক্রোধ করি কমলিনী বলিল উত্তর।
চন্দ্রাবলী ল'য়ে কেলি করুক শ্রীহরি।
কালিয়া বরণ আমি হেরিতে না পারি ॥ ধূ ॥
যাও নাগর মজিলা যাতে।
না চাহি তোমার ভিতে ॥ ১৩ ॥
ললিতা বলয়ে রাধা শুন দিয়া মন।
তোমা লাগি গোপীনাথ আকুল জীবন ॥
এতো বড় মান তোমার উচিত না হয়।
যেই মানে প্রাণনাথ আকুল-হৃদয় ॥ ধূ ॥
যার প্রাণধন যে।
তারে মান করে কে ॥ ১৪ ॥
রাধার নিকটে আসি দেবচক্রপাণি।
করযোড় করি বলে শুন বিনোদিনী ॥

না কর এমত মান শুনহ সুন্দরী।
নিশ্চয় কহিল আমি নিতান্ত তোমারি ॥ ধু ॥
শুন রাধে তোমা বলি।
সাদা মনে দিলি কালী ॥ ১৫ ॥
সতী হইয়া মিথ্যা বাক্য বলহ আপনে।
ধর্ম্মশাস্ত্র জানি মান কর কি কারণে ॥
হাস্য পরিহাস্য মাত্র করিয়াছি আমি।
ইহা শুনি মান রাধে করিয়াছ তুমি ॥ ধু ॥
যদি আর তথা যাই।
তবে সে তোমার দোহাই ॥ ১৬ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কহে রসবতী।
হেরিতে না পারি আমি কালিয়া মূরতি ॥
ধড়া চূড়া পীতবাস যেন চক্ষুর শূল।
শিখিপুচ্ছ বনমালা যেন বিষ তুল ॥ ধূ ॥
গুমান ভঞ্জন নাম ধর।
গুমান সহিতে নার ॥ ১৭ ॥
শুন রাধে কমলিনী বলি যে নিশ্চয়।
পদ্ম তেজি অলি কোথা শিমুলেতে যায় ॥
শশী বিনা চকোরের অন্য নাই গতি।
কহিল মনের কথা শুন রসবতী ॥ ধূ ॥
তুমি রাধে কমলিনী।
চন্দ্রাবলী কুমুদিনী ॥ ১৮ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কহে কমলিনী।
তবে কেন তথা থাকি গোঁয়াইলা রজনী ॥
করাঘাত অঙ্গে চিহ্ন কঙ্কণের দাগ।
সকল শরীরে তোমার দেখি অঙ্গরাগ ॥ ধু ॥
রতি-কেলি করি তথা।
এখনে এসেছ হেথা ॥ ১৯ ॥
শুনিয়া রাইর কথা কহে গদাধর।
শুন কমলিনী রাই আমার উত্তর ॥

নিত্য নিত্য যান হর কুচনীনগরে।
সর্ব্ব নিশি থাকি তথা আইসে নিজ ঘরে ॥ ধূ ॥
কোচো বধুগণো সঙ্গে।
ক্রিয়া করে নানা রঙ্গে ॥ ২০ ॥
নিত্য নিত্য গৌরী তাহা দেখিবারে পায়।
তথাপি নাহিক রাগ শিব সদা ধ্যায় ॥
কখন না করে মান শিবের উপর।
কুচনীনগরে শিব থাকে নিরন্তর ॥ ধূ ॥
রতি করে ত্রিপুরারি।
মান নাহি করে গৌরী ॥ ২১ ॥
হরি হর এক অঙ্গ নাহি ভেদাভেদ।
তবে কেন রসবতী মনে করো খেদ ॥
পুরুষ ভ্রমরা জাতি স্থির নাহি পায়।
যথাতে প্রচুর মধু তথা বসি খায় ॥ ধূ ॥
নারী যার স্বোচারিণী।
সেই হবে অভিমানী ॥ ২২ ॥
আমি চন্দ্র তুমি তারা একত্র উদয়।
আমি তরু তুমি লতা জানিহ নিশ্চয় ॥
আমি হংস তুমি নদী একত্র থাকিব।
তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথায় নাহি যাব ॥ ধূ ॥
তুমি জল আমি মীন।
বিহারিব রাত্রিদিন ॥ ২৩ ॥
কোনরূপে রাইর মান না হবে ভঞ্জন।
কান্দিতে কান্দিতে শ্যাম করিল গমন ॥
যথাতে বসিয়া আছে বৃন্দা দেবী সতী।
তথাতে গেলেন শ্যাম বিমল মূরতি ॥ ধূ ॥
তথা গিয়া বনমালী।
কান্দে রাধা রাধা বলি ॥ ২৪ ॥
শুন বৃন্দা আমার মনের যত দুখ।
প্রাণ স্থির নহে মোর বিদরয়ে বুক ॥

মণি মুক্তা ছাড়া মোর যতেক আছিল।
তাহা হারাইয়া যেন হইল পাগল ॥ ধু ॥
আনি বৃন্দা দেহো সুধা।
ঘুচাহ মনের ক্ষুধা ॥ ২৫ ॥
কান্দিয়া বিকল হইল দেব গদাধর।
হৃদয়ের মাঝে ধারা বহে নিরন্তর ॥
পীতবাস তিতিল চক্ষেতে বহে নদী।
দরিদ্র অধম যেন হারাইল নিধি ॥ ধু ॥
কান্দিয়া বলয় হরি।
আনি বৃন্দা দেহো প্যারি ॥ ২৬ ॥
আমার হাতের বাঁশী কে করিল চুরি।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে দেবতা শ্রীহরি ॥
শিখিপুচ্ছ চূড়া ছিল বকুলের ফুল।
পথে ত্যাগ কৈল কৃষ্ণ হইয়া ব্যাকুল ॥ ধু ॥
শুন বৃন্দা বলি তোরে।
প্যারি আনি দেহো মোরে ॥ ২৭ ॥
হাতের মুরলী কৃষ্ণ ফেলিল টানিয়া।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শ্রীরাধা বলিয়া ॥
ললিতা বিশাখা দূতী চম্পকলতিকা।
তার মধ্যে বিনোদিনী চাঁপার কলিকা ॥
কাদম্বিনী মধ্যে যেন তাড়িত প্রকাশ।
এমত সুন্দরী রাধে আমারে নৈরাশ ॥ ধু ॥
রবির প্রকাশ দেখি।
প্রফুল্ল কমলমুখী ॥ ২৮ ॥
ধূলায় ধূসর তনু মলিন বদন।
মুরলীতে রাধা নাম জপে ঘনে ঘন ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বইসে মন উচাটন।
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দা ঠাঁই জিজ্ঞাসে বচন ॥ ধু ॥
যাও বৃন্দা রাধার কাছে।
প্রাণ মোর নাহি বাঁচে ॥ ২৯ ॥

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বলে বৃন্দা সতী।
শুনহ নাগর তুমি আমার মিনতি ॥
নারী বেশে যাও তথা আছে রাই বসি।
অবিলম্বে হও গিয়া শ্রীমতীর দাসী ॥ ধু ॥
আমার বচন ধর।
আনি শঙ্খ হাতে পরো ॥ ৩০ ॥
অকারণে ক্রন্দন যে করহো শ্রীহরি।
তোমার ক্রন্দন আর সহিতে না পারি ॥
পীতবাস ধড়া চূড়া যায় গড়াগড়ি।
বিচিত্র মুরলী তোমার ক্ষিতি আছে পড়ি ॥ ধ্
আমার বচন শুন।
নারী হইয়া যাও পুন ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণবর্ণ ছাড়ি হরি অন্য বর্ণ ধর।
আনিয়া সুচারু শাড়ী কটিদেশে পরো ॥
পীন পয়োধর ঢাকি শিরে দেহো টানি।
বাম পদো আগু করি চলহ আপনি ॥ ধু ॥
তবে কেহো না চিনিবে।
রাই আসি দেখা দিবে ॥ ৩২ ॥
পিরীতি বচন তোমায় কহিবেক প্যারি।
জিজ্ঞাসিলে কহিবে আমি দাস্য কর্ম্ম করি।
তাহাতে নাগরী যদি করে উপহাস।
কহিবা দাসীত্ব কর্ম্মে রাখ নিজ পাশ ॥ ধু ॥
তোমার আগে আমি যাব।
প্যারিকে বুঝায়ে কবো ॥ ৩৩ ॥
তুমি দেব চক্রপাণি সংসারের সার।
মায়া করি মানভঙ্গ করহ রাধার ॥
তোমার মায়াতে হরি ত্রিজগত বন্ধ।
রাধার মানের হেতু কেনো হইল ধন্ধ ॥ ধু ॥
তুমি যদি মায়া কর।
জগৎ ভুলাইতে পারো ॥ ৩৪ ॥

জগত ঈশ্বর তুমি সংসারের সার।
কে বুঝিতে পারে হরি মহিমা তোমার ॥
তুমি দিবা তুমি নিশি তুমি নিরাকার।
করিলা অনন্ত লীলা হইয়া অবতার ॥ ধু ॥
তোমার ভকতো যেই।
তব মায়া বুঝে সেই। ৩৫ ॥
যখন সলিলময় আছিল মেদিনী।
তখন আশ্রয়মাত্র ছিলা চক্রপাণি ॥
রজো গুণে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন যখন।
সত্ত্বগুণে তুমি তারে করহো পালন ॥ ধু!
তমগুণে পশুপতি।
তোমা ভাবে দিবা রাতি ॥ ৩৬ ॥
জীবের জীবন তুমি সবাকার বল।
তোমার মায়াতে বলী গেলো রসাতল ॥
আপনি পাসরো কেন সেই সব কথা।
নারী বেশে যাও তুমি প্যারী আছে যথা। ধু।
তুমি আদি নিরঞ্জন।
তোমা ভাবে ত্রিভুবন। ৩৭ ॥
শুন শুন মোর বাক্য দেব চক্রপাণি ॥
পূর্ব্বে যেন একবার হইলা মোহিনী।
চিনিতে নারিল তোমা যতো দেবাসুর।
সেইরূপে যাও তুমি রাধার অন্তঃপুর ॥ ধু ॥
শোকাকুলে দহে হরি।
বৃন্দা তাহে দিল বারি ॥ ৩৮ ॥
বৃন্দার বাক্য শুনি শ্যাম হইলা উল্লাস।
হস্তের উপরে যেন পাইল আকাশ ॥
আছিল শ্যামের শোক রাধার লাগিয়া।
নিবারণ কইলা বৃন্দা উপায় কহিয়া ॥ ধু ॥
নারী হইল চক্রপাণি।
বৃন্দার বচন শুনি ॥ ৩৯ ॥

দিব্য বেশ আভরণ পরিল প্রচুর।
চরণে পরিলা হরি বাজন নূপুর॥
কালরূপ অঙ্গরাগ কৈল হরিতালে।
বনমালা তেজি গলে দিল রত্নমালে॥ ধু॥
ললাটে সিন্দূর ফোটা।
যেন রবি করে ছটা॥ ৪০॥
সুচারু নারীয়া বেশ বানাইল বেণী।
মেঘের আড়েতে যেন ঘন সৌদামিনী॥
হস্তেতে কঙ্কণ যেন করে ঝিকমিকি।
দেখিয়া গগন শশী মেঘে হইল লুকি॥ ধূ॥
ব্রজপতি নারী হৈল।
গগন শশী লাজে মৈল। ৪১॥
পট্ট বস্ত্র পরি গেল ত্যাগি পীতবাস।
অতি ক্ষীণ কৈল কটি তাহে দিব্য বাস॥
বাম করে বীণা যন্ত্র বাজায় সুন্দর।
গমন করিল হরি রাধার গোচর। ধূ।
গমন করিল হরি।
বীণা যন্ত্র হাতে করি॥ ৪২॥
কৃষ্ণকে কহেন বৃন্দা শুন মোর বাণী।
তোমার আগে যাই আমি যথা বিনোদিনী॥
বাম পদো আগে তুমি ফেলি গদাধর।
ধীরে ধীরে আইস তুমি রাধার গোচর॥ ধূ॥
শ্যাম আগু গিয়া বৃন্দা।
রাধাকে করয়ে নিন্দা॥ ৪৩॥
রাধারে নিন্দিয়া বৃন্দা কহে কটু বাণী।
শুন রসবতী তুমি হইলা কলঙ্কিনী॥
তোমার সমান দুষ্ট নাহি দেখি মেয়া।
কোপানলে দহে তনু তোমারে দেখিয়া॥ ধূ॥
শুন রাধে রসবতি।
কি হবে তোমার গতি॥ ৪৪॥

সতীর এতেক মান কভু নাহি শুনি।
পতির উপরে মান ক্ষমা কর তুমি ॥
সাধ্য সাধনা তোমা সর্ব্ব জনে করে।
অসম্ভব শুনি কথা পতি নাহি হেরে ॥ ধ্রু ॥
তোমার কঠিন হিয়া।
দয়া নাই চান্দ মুখ চাইয়া ॥ ৪৫ ॥
শুন গো রাধিকা তুমি বচন আমার।
চিনিয়া না চিনো তুমি প্রাণ আপনার ॥
তুমি হেন কতো রাধা শ্যামের হৃদয়।
বিশ্বম্ভরূপ শ্যাম করিল নিশ্চয় ॥ ধ্রু ॥
হেন কৃষ্ণ হাতে ঠেলি।
দুই কুলে দিলে কালী ॥ ৪৬ ॥
শুন বেটী গোপ ঢেটী বলিয়ে তোমারে।
তব মানে কৃষ্ণ যদি যায় দেশান্তরে ॥
আর রতি-কেলি যে করিবে কারে লইয়া।
সেই কথা মোর স্থানে কহো বিবরিয়া ॥ ধ্রু ॥
যদি মরে নীলমণি।
কেমনে বাঁচিবে ধনী ॥ ৪৭ ॥
শুন ধনী রসবতী আমার বচন।
কিবা হেতু নাহি হের দেব সনাতন।
সুমতি হইয়া তুমি বলহ আমারে।
নিকটে পাইয়া রত্ন কেনে ফেলো দূরে ॥ ধ্রু ॥
মান করে কি করিলি।
পেয়ে নিধি হারাইলি ॥ ৪৮ ॥
শুন সতী গুণবতী হিত বলি আমি।
পতির উপরে মান ক্ষমা করো তুমি ॥
আপ্তপতি অবহেলা করে যেই জনে।
তাহার দুখের কথা না যায় কহনে ॥ ধ্রু ॥
তব মানে এই হবে।
কান্দিতে জনম যাবে ॥ ৪৯ ॥

যদি হরি ত্যাগ করি যায় দেশান্তরি।
তোমার মানের উপায় কি হবে সুন্দরী॥
একাকিনী রহিবা হেথা হইয়া মানিনী।
কৃষ্ণত্যাগ কৈলে কেহ না শুধাবে বাণী॥
মান করি রইলে বসি।
কে তোমায় সাধিবে আসি। ৫০॥
একে মানী তাহে ধনী শুনি কটুত্তর।
শীত পক্ষে শিশির যেন বাড়ে নিরন্তর॥
ক্রোধ করি বলে ধনী শুন বৃন্দা সতি।
আমার আঙ্গিনা হইতে যাও শীঘ্রগতি॥ ধৃ।
কোপে রাই কম্পিত হইল।
দেখি বৃন্দা ত্রাস পাইল॥ ৫১॥
দেখিয়া রাধার মান বৃন্দা পাইল ত্রাস।
নারীর প্রতিজ্ঞা এতো একি সর্ব্বনাশ॥
ক্ষণমাত্র করে মান পতিব্রতা সতী।
নিশ্চয় কহিল আমি শুন গুণবতী॥ ধৃ॥
তৃণের আনল যেন।
নারী লোকের মান তেন॥ ৫২॥
তৃণ মাঝে অগ্নি যেন ক্ষণমাত্র থাকে।
তিল মাত্র চন্দ্র যেন কালো মেঘে ঢাকে॥
কুমুদ কলিকা যেন ক্ষণেক মুদিত।
চন্দ্র দরশনে যেন হয় প্রকাশিত॥
নারীর এমতি মান কুমুদিনী সম।
রবির প্রকাশে যেন নাশ হয় তম॥ ধৃ॥
যেমন কুহক বাজি।
নারীর মান হেন বুঝি॥ ৫৩॥
বৃন্দা বলে প্যারী কৃষ্ণ প্রতি মান করি।
কি কারণে কালরূপ না হেরো সুন্দরী॥
কালতে বেষ্টিত স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
কাল ছাড়া কেহো নহে জানহ সকল॥ ধৃ॥

শুন রাধে বলি ভাল।
পাতালে বাসুকী কাল॥ ৫৪॥
কালো গৌর দুই বর্ণ বিধাতা সৃজিল।
তাহাতে কালরূপ সবে বাখান করিল॥
হেন কাল রূপে রাধে না করিও মান।
এই কৃষ্ণ কালরূপ জগতে বাখান॥ ধূ॥
শুন রসবতী গোরী।
তোমার অন্তরে হরি। ৫৫॥
হরি ছাড়া কেহো নহে শুনহ সুন্দরী।
যে নাম জপিয়া যোগী হইল ত্রিপুরারি॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈল জয়।
কালা-নাম জপি ধরে নাম মৃত্যুঞ্জয়॥ ধূ॥
কালো সর্প পাইয়া হরে।
গলায় গাঁথিয়া পরে॥ ৫৬॥
না জানিয়া কালরূপে অভিমান কর।
কালী পদতলে দেখ দেব মহেশ্বর।
অনেক তপস্যা করি সর্ব্ব দেবগণ।
তবে মহাকালী দেবী পাইল দরশন॥ ধূ॥
কালী দেবী দরশনে।
হরষিত দেবগণে॥ ৫৭॥
তত্ত্ব না জানিয়া রাধে করিয়াছ মান।
আমার বচন প্যারী না করিও আন॥
কংসাসুর দর্প কৃষ্ণ ভাঙ্গে অনায়াসে।
তৃণবত মহাবীর বিনাশে নিমিষে॥ ধূ॥
যখনেতে শিশু হরি।
করে ধরে মহাগিরি॥ ৫৮॥
আমার বচন রাধে শুন কুতূহলে।
যখন আছিলা কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥
মৃত্তিকা ভক্ষণ হরি করিল তখন।
মুখ মেলি দেখাইল তারে নারায়ণ॥ ধূ॥

না জানিয়া পুণ্যবতী।
বান্ধিল গোলোকপতি ॥ ৫৯ ॥
যদি মুখ বিস্তারিত কৈল যদুপতি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিল যশোমতি ॥
স্থাবর জঙ্গম যত দূরেতে আছিল।
কৃষ্ণের মুখেতে রাণী দেখিল সকল ॥ ধূ ॥
বিস্ময় হইয়া রাণী।
কোলে নিল নীলমণি। ৬০ ॥
অবিরত ভাবে যারে দেবশিরোমণি।
ধ্যান করে সদাশিব দিবস রজনী ॥
শুন গো সুন্দরী তুমি আমার বচন।
এই কৃষ্ণ জগন্নাথ জগত-জীবন ॥ ধূ ॥
তুমি যারে করো মান।
সেই করে পরিত্রাণ ॥ ৬১ ॥
শুন ধনী বিনোদিনী বলিয়া তোমারে।
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে মান কিসের অন্তরে ॥
শোকের সাগরে হরি ভাসায়ে আপনে।
ইহা দেখি কিছু দয়া নাহি তোর মনে ॥ ধূ ॥
অন্তরে প্রেমের নদী।
ভাসে হরি নিরবধি ॥ ৬২ ॥
আমার বচন প্যারী না করিও হেলা।
যেখানে থাকয়ে হরি আন এই বেলা ॥
অবশ্য আছয়ে এথা প্রভু বনমালী।
বিনা জলে কোথায় থাকে চিরকাল বালি ॥ ধূ ॥
তোমার মান অহি হৈয়া।
দংশিবে তোমার হিয়া ॥ ৬৩ ॥
শুন ধনী তেজ মান বুদ্ধির সাগর।
হিত বাক্য বলি এবে তোমার গোচর ॥
কহি হিত কর পিরীত নাগরের সাথে।
আপনে জানহ সব ক্ষমা কর চিতে ॥ ধূ ॥

শেষে রাধে এই হবে।
মান গেলে লজ্জা পাবে। ৬৪ ॥
বৃন্দার এতেক কথা শুনি বিনোদিনী।
রুষিয়া তাহাকে ধনী কহে কটুবাণী ॥
না বলিও হেন কথা শুন বৃন্দাসতী।
আর না হেরিব আমি কালিয়া মূরতি ॥ ধূ ॥
কালরূপ না হেরিব।
কাল কথা না শুনিব ॥ ৬৫ ॥
বৃন্দা বলে শুন ধনী আমার বচন।
কালো কেশে বেশ তুমি ধর কি কারণ ॥
নয়ানে কাজল ধনী তুমি কেন পর।
আঁখির মধ্যেতে কাল মণি কেনে ধর ॥ ধু ॥
কাল ভাল নহে বল।
তবু চক্ষুর মণি কাল ॥ ৬৬ ॥
কালরূপ নিন্দা কর গোয়ালার ঝী।
বিধাতা করিল কাল এখন করিবে কি ॥
কাল গৌর দুই বর্ণ আছে এ সংসারে।
কাল কবরী কেন তবে সবে ধর শিরে ॥ ধূ ॥
তুমি বল কাল কাল।
যার কাল তার ভাল ॥ ৬৭ ॥
শুন গো রাধিকা তুমি কাল নিন্দা কর।
আপনি আছিলা কালো তাহা নাহি ধর ॥
ত্রেতাযুগে কৃষ্ণ যখন রাম অবতার।
তুমি রাধে ছিলা সীতা বনিতা তাহার ॥ ধূ ॥
বৃন্দার বচন শুনি।
লাজ পাইল কমলিনী ॥ ৬৮ ॥
শতস্কন্ধ মহাবীর জানে ত্রিভুবন।
তুমি রামা হইয়া শ্যামা করিলা নিধন।
ঘোররূপা লোলজিহ্বা আসি ধরি করে।
নিশায় কাটিয়া তুমি পাড়িলা তাহারে ॥ ধূ ॥

তুমি কালী সবে জানে।
কাল সঙ্গে মান কেনে ॥ ৬৯।
বৃন্দার বচনে রাধা হইল সুধীর।
অঙ্কুশ প্রহারে যেন মত্ত হস্তী স্থির ॥
মৃদুভাবে বলে রাধা শুন বৃন্দাসতী।
অতঃপর যাও তুমি আপন বসতি ॥ ধূ ॥
বৃন্দাকে দেখিয়া হরি।
জিজ্ঞাসে কোথায় গৌরী ॥ ৭০ ॥
শুন হরি যত গারি ( ১ ) বলিল বচন।
আপনার মান লইয়া আইলাম আপন।
আগে যত কইলাম আমি তোমার পিরীতি।
অসুর নাশিতে যেন রোষে দৈত্যপতি ॥ ধূ ॥
লইয়া আপন মান।
আইলাম হরি তোমার স্থান ॥ ৭১ ॥
কালিয়ে বরণ রাধে না হেরে নয়ানে।
শুনিয়া তোমার নাম হাত দেয় কানে ॥
শুনিয়া তোমার নাম মহামানী হইল।
নিকটে কোকিল ছিল উড়াইয়া দিল ॥ ধূ ॥
অই রাধে যায় শ্যাম।
ভাঙ্গহ রাধার মান ॥ ৭২ ॥
এতেক বলিয়া বৃন্দা চলিল সত্বর।
উপনীত হইল গিয়া আপনার ঘর ॥
শ্রীহরি উঠিয়া তবে করিল গমন।
ধীরে ধীরে গেলা কৃষ্ণ রাধার ভবন ॥ ধূ ॥
বাম পদো আগে ফেলি।
চলিলেন চক্রপাণি ॥ ৭৩ ॥
সাত পাঁচ ভাবি হরি হরষিত মন।
গমন করিলা কৃষ্ণ রাধার সদন ॥

( ১ ) গারি—গালি।

বাম করে বীণা যন্ত্র গজেন্দ্রগামিনী।
উপনীত হইল গিয়া যথা বিনোদিনী ॥ ধ্ৃ ॥
শ্যাম অঙ্গ যদি দেখে।
রাই নয়ান মুদিয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥
ললিতা বিশাখা আদি চম্পক লতিকা।
( ১ ) রড় দিয়া কহে গিয়া যথা আছয়ে রাধিকা ॥
শুনি ধনী বিনোদিনী হইল বাহির।
হেন কালে আসি তথা মিলিল তিমির ॥ ধ্ৃ ॥
হেরিয়া সিন্দুর রেখা।
চান্দে মেঘে হইল দেখা ॥ ৭৫ ॥
রাধিকা বলেন বামা শুন মোর বাণী।
কি নাম কোথায় ঘর কহো তুমি শুনি ॥
কোন হেতু আগমন আমার এথায়।
কি লাগিয়া ফিরো তুমি উদাসিনী প্রায় ॥ ধ্ৃ ॥
যে বাক্য বলহ তুমি।
সে সাধ পূরাব আমি ॥ ৭৬ ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা চন্দ্রের রোহিণী।
একাকিনী ভ্রম কেন জগত-মোহিনী ॥
চোর খলো জনে দেখি নাহি করো ভয়।
বীণা যন্ত্র হাতে দেখি স্বেচারিণী প্রায় ॥ ধ্ৃ ॥
স্বরূপে কহো না আমা।
কিবা সতী সত্যভামা ॥ ৭৭ ॥
শুন রামা বলি তোমা করিয়া বিনয়।
তোমা রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ পায় ॥
তোমা রূপ বাখানিতে কাহার শকতি।
কেমতে দেহেতে প্রাণ ধরে তোর পতি ॥ ধ্ৃ ॥
দেখিয়া আকুল আমি।
কেমনে রহিয়াছ তুমি ॥ ৭৮ ॥

( ১ ) রড়—লড়—দৌড়।

কালর লাগিয়া মান করিয়াছি আমি।
তাহাতে দ্বিগুণ মান বাড়াইলা তুমি॥
হেন রূপবতী ত্যাগি তোমার নাগর।
কেমতে আছয়ে জিয়া না হইয়া কাতর॥ ধু॥
না দেখিয়া তোমা মুখ।
কেমনে ধরেছে বুক॥ ৭৯॥
বল নারী সত্য করি আমার সাক্ষাতে।
কোথা হইতে আসিয়াছ যাইবে কোথাতে॥
কিবা পতি অন্য কার ঘরে ছিল গিয়া।
সেই হেতু মান করি তুমি আইলা ধাইয়া॥ ধু॥
জানিল মনের কথা।
মান করি আইলে হেথা॥ ৮০॥
আইস ধনী দুই মানী এক ঠাই থাকি।
ইহার সমান দুখ পতি নাহি দেখি॥
মোর পতি চন্দ্রাবলী সঙ্গে কৈল রঙ্গ।
এই হেতু নাহি হেরি আমি শ্যাম অঙ্গ॥ ॥
দুই মানী সখী হইয়ে।
একত্র থাকিব শুয়ে॥ ৮১॥
এতেক বলিয়া রাধা হরষিত মন।
বীণাযন্ত্র গান করো শুনি দুইজন॥
রাধার বচন শুনি বীণা হাতে করি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি বীণা বাজায় সুন্দরী॥ ধু॥
ধরিয়া বীণার তাল।
কৃষ্ণ গুণ গায় ভাল॥ ৮২॥
অহে কৃষ্ণ জগন্নাথ কৃপা করো মোরে।
তোমার নামের গুণে সর্ব্ব দুঃখ হরে॥
নাম শুনি দূরে যায় দুঃখ আর মান।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি বীণা করিয়াছে গান॥ ধু॥
শুনিয়া বীণার গান।
বাড়িল রাধার মান॥ ৮৩॥

কৃষ্ণ কথা শুনি রাধে উঠিল রুষিয়া।
গর্ত্ত হইতে সর্প যেন উঠিল রুষিয়া॥
যাও যাও এথা হইতে না করিও গান।
তোমা গান শুনি মোর বিদরয়ে প্রাণ॥ ধু॥
শুনিয়া বীণার গান।
উথলে রাধার মান॥ ৮৪॥
যে নাম শুনিলে কাণে হাত দেই আমি।
সেই নাম বীণাতে গান কর তুমি॥
এথা হইতে শীঘ্র করি যাওতো সুন্দরী।
কৃষ্ণ নাম যেই করে তাহারে না হেরি॥ ধু॥
এখনে জানিল আমি।
অভিমানী নহো তুমি॥ ৮৫॥
শুন রাধা বিনোদিনী বলে ভগবানে।
কৃষ্ণ বিনা মোর যন্ত্র অন্য নাহি জানে॥
পূর্ব্বের আশ্বাস ছিল রাধে করিবা পালন।
এখন যাইতে বল কিসের কারণ॥ ধূ॥
তুমি সতী পতিব্রতা।
এক মুখে দুই কথা॥ ৮৬॥
কৃষ্ণের বচনে রাই হইল হরষিত।
কর যোড়ে কহে কথা হইয়া সাবহিত॥
মানী জন হও যদি থাকো মোর কাছে।
কপট করিলে পুন লজ্জা পাবে পাছে॥ ধূ॥
কহ শুনি ছিলে কোথা।
কোন মানে আইলা হেথা॥ ৮৭॥
শুনিয়া রাধার কথা বলেন শ্রীহরি।
শুন ধনী বিনোদিনী থাকি মধুপুরী॥
মধু-পিয়াসিনী পাম, কৃষ্ণ মন্ত্র জপি।
পতি পরবাস্তা (১) মোর এই হেতু তাপী॥ ধূ॥

(১) পরবাস্তা—প্রবাসী।

পরবাসে মোর পতি।
কি হবে আমার গতি ॥ ৮৮ ॥
মোর পতি কালরূপ ভুবন-মোহন।
তাহার সদৃশ নাহি দেখি একজন ॥
কেশ মধ্যে হেমচাপা যেন রবি আভা।
মেঘ মধ্যে শিখিগণ করে অতি শোভা ॥ ধূ ॥
মোর রূপ শশিকলা।
যেন শোভে মেঘমালা ॥ ৮৯ ॥
রম্ভাবৎ বলি নাথ করিয়া আমারে।
অনাথ করিয়া প্রভু ভাসাইলা সাগরে ॥
কাণ্ডারী বিহনে তরী হইল হীনবল।
তাহার কারণে আমি হইয়াছি পাগল ॥ ধূ ॥
ঘাটের নৌকা ঘাটে আছে।
কাণ্ডারী পলাইয়া গেছে ॥ ৯০ ॥
করিয়া পুরুষের পর রাগ পতি গেলো ঘর।
মায়ার কলিকা তাহে হইল বিস্তর ॥
ফুটিত কমল পুষ্পে নাহি যাই অলি।
মধু ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িল সেই কলি ॥ ধূ ॥
মধু ভরে ভাঙ্গে কলি।
তথাপি না আইসে অলি ॥ ৯১ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বলে রসবতী।
আমার বচনে রামা কর অবগতি ॥
দুঁহার সমান দুখ শুন কহি তোমা।
না করিও অভিমান চিত্তে দেহো খেমা ॥
মোর দুখ তোরে কব।
তোমার দুখ-ভাগী হব ॥ ৯২ ॥
শুনিয়া রাইর কথা বলিল শ্রীহরি।
উদর পূরিতে আমি দাস্য কর্ম্ম করি ॥
অভয় প্রদান করি করহ পালন।
কত কাল তোমার স্থানে করিব বঞ্চন ॥ ধূ ॥

শুন রাধে বিনোদিনী।
বানাইতে জানি বেণী ॥ ৯৩ ॥
কেশ ধরি বেশ করি সুরঙ্গ সুন্দর।
ললাটে হেরিসে যেন ভ্রম জায় দূর ॥
বুকের কাচলি আমি পরাই যাহারে।
হেরিলে পারেন মোহ নাগর তাহারে ॥ ধ্ ॥
আমি যদি বেশ করি।
লাজে মরে বিদ্যাধরী ॥ ৯৪ ॥
মণিময় অভরণ পরাই যাহারে।
হেরিলে তাহার পতি যাইতে নারে দূরে ॥
কটিতে কিঙ্কিণী আমি পরাই যাহারে।
হেরিলে তাহার পতি হয় গলার হারে ॥ ধূ ॥
আমি বেশ করি যায়।
কাম রতি মোহ যায় ॥ ৯৫ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা ভাবে রসবতী।
মনে মনে ভাবি রাই করিল যুকতি ॥
এমন সুন্দরী রাখি নাহি মোর ভালো।
পরিণামে হইবেক অধিক জঞ্জাল ॥ ধূ ॥
হেন রূপ দেখি শ্যাম।
আমারে হইবে বাম ॥ ৯৬ ॥
এতেক ভাবিয়া গোরী বলিল তাহারে।
আমার আশ্রম ছাড়ি যাও নিজ ঘরে ॥
মানশোকে শোকদুখী আমি শুনহ রূপসী।
সখীগণ আছে মোর কাজ নাই দাসী ॥ ধূ ॥
যাও নারী ছিলা যথা।
কাজ নাই মোর হেথা ॥ ৯৭ ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ ছাড়েন নিশ্বাস।
দেখা দিয়া রাই মোরে হইল নৈরাশ ॥
দুখী হইয়া আইলাম রাধে তোমা গুণ শুনি।
তাহে কেন বিনোদিনী কহো কটু বাণী ॥ ধূ ॥

করি রাধে সুশীতল।
পিপাসাতে দেহো জল ॥ ৯৮ ॥
অন্তরে ব্যাকুল আমি বলি যে তোমাকে।
পতিব্রতা নারী যেই অনুগতো রাখে ॥
ক্ষুধিতেরে অন্ন দেহো পিপাসিতে জল।
সেই নারী সুখভোগ করয়ে সকল ॥ ধু ॥
নয়ানে হেরিয়া দেখো।
দুখিনীরে কাছে রাখো ॥ ৯৯ ॥
রাধিকা বলেন বামা শুন মোর বাণী।
নিজালয় যাও তুমি ভুবনমোহিনী ॥
এমত রূপসী মোর কাজ নাই হেথা।
রাখিয়া আপন মান যাও ছিলা যথা ॥ ধু ॥
তাপের তাপিত আমি।
তাহে তাপ দিলা তুমি ॥ ১০০ ॥
বিনোদিনী কথা পুন শুনিয়া শ্রীহরি।
এমত উচিত তোমা না হয় সুন্দরী ॥
কিছু ভিক্ষা দেহো মোরে বিনোদিনী রাই।
আশীর্ব্বাদ করি আমি নিজ স্থানে যাই ॥ ধু
শুন রাই রসবতি।
দেহো ভিক্ষা শীঘ্রগতি ॥ ১০১ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি তোমা করে স্তুতি।
সকল পুরাণে শুনি তুমি ভাগ্যবতী ॥
বেদ শাস্ত্রে শুনিয়াছি তোমার মহিমা।
ব্রহ্মা হরি হরে দিতে নারে যার সীমা ॥ ধু
আনি রাধে দেহো ভিক্ষা।
প্রাণ মোর কর রক্ষা ॥ ১০২ ॥
পূর্ব্বে রাই তুমি শুন বলিলা আমারে।
যেই ভিক্ষা চাই আমি দিবতো সত্বরে ॥
আকাশের চন্দ্র যদি ভূমিতলে পড়ে।
তথাপি সতীর বাক্য কভু নাহি নড়ে ॥ ধু ॥

যদি আপন প্রাণ যায়।
তবু সতী সত্য কয়॥ ১০৩॥
কৃষ্ণের এতেক কথা শুনিয়া সত্বরে।
অনিরুদ্ধ-সুত (১) যেন পড়িলেক শিরে॥
হিত বিপরীত কথা ভাবে গুণবতী।
কৃষ্ণ ভিক্ষা করে পাছে হেন লয় মতি॥ ধূ॥
পতিহীন এই নারী।
যদি ভিক্ষা করে হরি॥ ১০৪॥
এতেক বিচার মনে করে রসবতী।
শ্যাম ভিক্ষা করে পাছে হেন ভাবে সতী॥
যদি মোর প্রাণ চায় দিবত সতরী (২)
তথাচ হরিকে আমি নাহি দিতে পারি॥ ধূ॥
যদি কৃষ্ণ ভিক্ষা যাচে।
কি হবে আমার পাছে॥ ১০৫॥
কৃষ্ণ বিনা যাহা চাহে তাহা আমি দিব।
জীবন থাকিতে কৃষ্ণ আমি না ছাড়িব॥ ধূ॥
কৃষ্ণ বিনা যাহা চায়।
সেই ভিক্ষা দিব তায়॥ ১০৬॥
আমার বচন তুমি শুনহ সুন্দরী।
প্রাণ যদি চাহ আমি তাহা দিতে পারি॥
হরি ছাড়া যেই ভিক্ষা চাহ মোর তরে।
সেই ভিক্ষা দিব আমি যাও নিজ ঘরে॥ ধূ॥
যতোকাল আমি জীব।
শ্যামচান্দ না ছাড়িব॥ ১০৭॥
ধন অর্থ প্রাণ কিবা চাহিস আমার।
নহে বল দেই আমি গজমতি হার॥
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যাবে হবে বহু ধন।
সুখেতে বঞ্চহ জাইয়া আপনা ভুবন॥ ধূ॥

(১) অনিরুদ্ধ সুত—বজ্র। (২) সতরী—সত্বর।

অনাথের নাথ হরি।
জীবনে ছাড়িতে নারি ॥১০৮॥
এতেক রাধার কথা শুনিয়া শ্রীহরি।
মনেতে জানিল রাধা নিতান্ত আমারি।
প্রেমানন্দে পুলকিত হইল অন্তর।
হারাইয়া ধন যেন পাইল সাগর ॥ ধূ ॥
রাধার বচন শুনি।
হরষিত চক্রপাণি ॥১০৯॥
রাধিকা বলেন শুন আমার বচন।
বিরহ আনলে মোর দগধ জীবন ॥
কি বলিব বিধাতারে মোরে কইল নারী।
ক্ষণে ক্ষণে লয়ে মনে বিষ খাইয়া মরি ॥ ধূ ॥
কি বলিব বিধাতারে।
সকলি কপালে করে ॥১১০॥
মানশোকে হইল আমি বড়ই পীড়িত।
বিধির নিকটে যাই হেন লয় চিত ॥
জিজ্ঞাসিব বিধাতারে অনেক প্রকারে।
এমত কলঙ্কিনী কেনো করিল আমারে ॥ ধূ ॥
জানিব বিধাতার কাছে।
নারী জন্মে কি ফল আছে ॥ ১১১ ॥
কখন মরিতে চাহি জলে দিয়া ঝাঁপ।
কি করিব প্রাণ তেজি মনে রবে তাপ ॥
এমন জনমে মোর নাহি প্রয়োজন।
দিবা রাতি দহে তনু যেন পোড়ে বন ॥ ধূ ॥
নারী জন্ম ভাল নয়।
পরাধিনী হইতে হয় ॥১১২॥
কিন্তু মোর মনে এক আছে এ কথন।
পুরাইব সেই সাধ হইয়া তপন ॥
আপনে হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি রাধা।
চন্দ্রাবলী লইয়া কেলি করিব মন-সাধা ॥ ধূ ॥

আপনে হইব হরি।
শ্যামকে করিব গৌরী ॥ ১১৩ ॥
রাধার বচনে কৃষ্ণ মনে অনুরাগ।
বিষ খাইয়া রাধে পাছে প্রাণ করে ত্যাগ।
শ্রীহরি বলেন রাধে শুন মোর বাণী।
তোমার নিকটে আছে দেব চক্রপাণি ॥
অন্তরে ভাবনা কর সেই কালরূপ।
নিকটে পাইবা কৃষ্ণ কহিলুঁ স্বরূপ ॥ ধু ॥
অন্তরে ভাবহ গৌরী।
তোমা ছাড়া নহে হরি ॥ ১১৪ ॥
রাধিকা বলেন মোর মনে হেন লয়।
আমাকে তেজিয়া হরি গিয়াছে নিশ্চয় ॥
নিশ্চয় গিয়াছে হরি যথা চন্দ্রাবলী।
নির্ব্বাণ আনলে ঘৃত কেবা দিল ঢালি ॥ ধু
চন্দ্রাবলী সঙ্গ করি।
আমারে তেজিল হরি ॥ ১১৫ ॥
শুন রামা বলি তোমা মনের যে দুখ ॥
অন্তরে বিরহ ব্যথা মনে নাহি সুখ ॥
ক্ষণে ক্ষণে মানে মানে করি আমি মান।
বিষ খাইয়া তেয়াগিব এ ছার পরাণ ॥ ধু ॥
মনে করি ফণী ধরি।
গরল ভখিয়া মরি ॥ ১১৬ ॥
রাধিকা যতেক বলে হইয়া অভিমানী।
প্রিয় বাক্যে রাধাকে শান্তয়ে চন্দ্রাননী ॥
কৃষ্ণ মন্ত্র জপ তুমি কর নিরবধি।
সেই হরি হইবে হংস তুমি হবে নদী ॥ ধু ॥
সে হরি করিবে পার।
কৃষ্ণ তোমার গলার হার ॥ ১১৭ ॥
জগতের নাথ কৃষ্ণ জানে সর্ব্বজন।
গাত্রের গরবে তুমি না চিন আপন।

অহর্নিশি ভাবে বসি দেব সনাতন।
দূরে যায়ে সর্ব্ব দুঃখ কহিল বচন॥ ধূ॥
ভাব বসি সর্ব্বক্ষণ।
হেথা পাবে নারায়ণ॥১১৮॥
রাধিকা বলেন শ্যামা শুনহ বচন।
খোড়া হই চলো কেনো কহো বিবরণ॥
কিবা ব্যাধি হইল তোমার চরণ মাঝারে।
তাহার বৃত্তান্ত তুমি কহতো আমারে॥ ধূ॥
শুনহ মোহিনী রামা।
কিবা ব্যাধি হইল তোমা॥ ১১৯॥
শুনিয়া রাধার কথা বলে গদাধর।
পতিশোকে অতি আমি হইয়াছি কাতর॥
আসিতে তোমার এথা উচাটন মনে।
পথেতে উছট ঘা হইল চরণে॥ ধূ॥
সেই হতে পদ ভারী।
সমানে চলিতে নারি॥ ১২০॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা ললিতা বিশখা।
আপাদ পর্য্যন্ত আসি নিরখিল তথা॥
নারীর মানের হেতু হইলা নারী বেশ।
নিশ্চয় জানিল সখী দেব হৃষীকেশ॥ ধূ॥
শ্যাম রূপ করি লুকি।
আইলা হরি মায়ারূপী॥ ১২১॥
ইঙ্গিত কহিল কাণে ললিতা বিশখা।
শুনিয়া কুপিত হইল মানিনী রাধিকা॥
যাও যাও এথা হইতে যথা লয় মন।
তোমারে রাখিয়া মোর নাহি প্রয়োজন॥ ধূ॥
লইয়া আপন মান।
যাও হরি নিজ স্থান॥ ১২২॥
এক বোল বলিতে কৃষ্ণ বলে সাত আট।
তোমা সমান নাহি রাধে নারী লোকের ঠাট॥

এক বোল দুই বোল হইল বোলাবুলী।
রাধিকা হইল অহি নকুল বনমালী ॥ ধু।
রাধার বচন শুনি।
প্রাণ দহে অভিমানী ॥ ১২৩ ॥
লজ্জিত হইয়া রাধে রহিলেক মৌনে।
ধীরে ধীরে ডাকে কৃষ্ণ নাহি শুনে কাণে ॥
আকুল হইয়া কৃষ্ণ করিল গমন।
শোকাকুলী হইলেক রাধিকার মন ॥ ধূ ॥
ভাবে হরি কি করিল।
পাইয়া নিধি হারাইল ॥ ১২৪ ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পাইল হরি।
উপনীত হইল আসি আপনার পুরী ॥
নারীবেশ সম্বরিলা দেব হৃষীকেশ।
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ ছিলা হইলা নিজবেশ ॥ ধূ ॥
শিখিপুচ্ছ চূড়া মাথে।
মুরলী করিল হাতে ॥ ১২৫ ॥
নারীবেশ ছাড়ি কৃষ্ণ ধড়া চূড়া পরি।
ছিদাম সুদাম যথা গেলেন শ্রীহরি ॥
জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের তরে ভাই দুই জন।
কি হেতু বিরস দেখি তোমার বদন ॥ ধূ ॥
কাহার সময় মন্দ।
তোমা সনে করে দ্বন্দ্ব ॥ ১২৬ ॥
কোন জনে বোলাইল কৃষ্ণ কালসর্প।
নিমিষে করিব চূর্ণ তাহার বলদর্প ॥
অঘাসুর বকাসুর পুতনা রাক্ষসী।
এ সব মারিয়া রাখিয়াছ স্বর্গ-বাসী ॥ ধূ ॥
বিশিষিয়া কহো শ্যাম।
কারে বিধি হইল বাম ॥ ১২৭ ॥
শুনিয়া ছিদাম কথা বলিলেন শ্যাম।
দ্বন্দ্ব না করিয়াছি আমি শুনহ ছিদাম ॥

মান করি বসিয়াছে রাধা বিনোদিনী।
না চাহে আমার পানে নাহি কহে রাণী ॥ ধ্ ॥
কিরূপে তথাতে যাব।
কেমনে প্যারিকে পাব ॥ ১২৮ ॥
আমার বচন তুমি শুনহ সুবল ॥
দূতীরে ডাকিয়া আন কহিব সকল ॥
সুবল বচনে দূতী আইসে শীঘ্রগতি।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল দূতী প্রতি ॥ ধূ ॥
শুন দূতী সুবদনী।
কিসে পাব বিনোদিনী ॥ ১২৯ ॥
রাধার লাগিয়া শ্যাম হইয়া কাতর।
নয়ানে বহয়ে নদী অতি ঘোরতর ॥
দূতী বলে ক্রন্দন আর না কর শ্রীহরি।
অবিলম্বে হও তুমি জটিল ভিখারী ॥ ধূ ॥
তবে তুমি পাবে গোরী।
হও তুমি জটাধারী ॥ ১৩০ ॥
কান্দিয়া দূতীর প্রতি বলেন শ্রীহরি।
কেমনে হইব আমি জটিল ভিখারী ॥
দূতী বলে মোর কথা শুনহ গদাধর।
অবিলম্বে হও তুমি ভোলা মহেশ্বর ॥ ধূ ॥
শুন প্রভু মোর কথা।
যোগীবেশে যাও তথা ॥ ১৩১ ॥
ধড়া চূড়া তেজি তুমি ধর যোগীবেশ।
বাম করে ধর শিঙ্গা জটাভার কেশ ॥
বনমালা তেজি গলে দেহো রত্নমালা।
পীত বস্ত্র পরিহরি পরো ব্যাঘ্র ছালা ॥ ধূ ॥
শিরে ধরি সুরেশ্বরী।
হও তুমি জটাধারী ॥ ১৩২ ॥
শ্রবণে ধুতুরার ফুল করহ বিরাজিত।
অর্দ্ধ চন্দ্র ললাটেতে করহো ভূষিত ॥

রুদ্রাক্ষের মালা করে জপ সর্ব্বক্ষণ।
তবে সে পাইবা রাধা কহিল কারণ ॥ ধূ ॥
রাধার নিকটে যাইয়া।
মান ভিক্ষা লহ যাইয়া ॥ ১৩৩ ॥
আমার বচন প্রভু দড় করি ধর।
রাধার নিকটে যাইয়া মান ভিক্ষা কর ॥
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ভূমি যদি পড়ে।
যোগীর বচন প্রভু কভু নাহি লড়ে ॥ ধূ ॥
শ্যামরূপ পরিহরি।
হও তুমি জটাধারী ॥ ১৩৪ ॥
ত্রেতাযুগে তুমি যবে রাম অবতার।
তখনি আছিলা সীতা সঙ্গতি তোমার।
যোগীবেশে ভিক্ষা হেতু গেল দশানন।
ক্ষুধিত পীড়িত আমি বলিল রাবণ ॥ ধূ ॥
শত্রুভাব না বুঝিল।
অঙ্কের বাহির হইল ॥ ১৩৫ ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ দূতীর বচন।
কোথায় পাইব দূতী যোগীর ভূষণ।
তাহার উপায় দূতী বলহ আমারে।
কোথা আছে যোগীবেশ আনি দেহো মোরে ॥ ধূ ॥
করো দূতী এই কাজ।
আনি দেহো যোগী-সাজ ॥ ১৩৬ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা পুন বলে দূতী।
অবিলম্বে পূজা কর দেব পশুপতি ॥
যোগীবেশ আছে শুন কৈলাস ভুবনে।
ছিদাম পাঠাইয়া দেহো শিবের সদনে ॥ ধূ ॥
পূজ দেব ত্রিপুরারি।
যোগীবেশ পাবে হরি ॥ ১৩৭ ॥
শুনিয়া দূতীর কথা দেব নারায়ণ।
ছিদামেরো পাঠাইল কৈলাস ভুবন।

সহস্রেক বিল্বদলে লইয়া নারায়ণ।
যোগীবেশ হেতু পূজে দেব পঞ্চানন ॥ ধূ ॥
ভক্তি ভাবে গদাধর।
ধ্যান করে মহেশ্বর ॥ ১৩৮ ॥
তুমি দেব মহেশ্বর সদা অনুরাগী।
রাধার মানের হেতু হইতে চাই যোগী ॥
তোমার যতেক বেশ দেহো মোর তরে।
ছিদামে পাঠাইয়াছি তোমার গোচরে ॥ ধূ ॥
তুমি দেব মহেশ্বর।
মোর প্রতি দয়া কর ॥ ১৩৯ ॥
নারীর মরম তুমি জানহ সকল।
সতীর কারণে প্রভু হয়েছিলা পাগল ॥
পাগল হইলুঁ আমি রাধার কারণে।
ধ্যান করিলাম তোমা এই সে কারণে ॥ ধূ ॥
করোযোড়ে স্তুতি করি।
কৃপা করে, ত্রিপুরারি ॥ ১৪০ ॥
অনাথের নাথ তুমি দেখ পশুপতি।
খণ্ডাও মনের দুখ, দিয়া রসবতী ॥
হরিহর এক অঙ্গ তাহে এত দুখ।
পার্ব্বতী লইয়া তুমি কর নানা সুখ ॥ ধূ ॥
দিয়া নানা পুষ্পাঞ্জলি।
পূজে হর বনমালী ॥১৪১॥
বহুল স্তবন হরি করে রাই শোকে।
সেই পুষ্প পড়িলেক শিবের মস্তকে ॥
কৌশলে পার্ব্বতী সঙ্গে দেব মহেশ্বর।
রতন সিংহাসন পরি করে থর হর ॥ধূ॥
ধ্যান করি শূলপাণি।
সর্ব্বত্র হইল জ্ঞানী ॥১৪২॥
ধ্যান করি ত্রিপুরারি সকলি জানিল।
হেন কালে ছিদাম আসি প্রণাম করিল ॥

সদাশিব জিজ্ঞাসিল ছিদামের স্থানে।
কহো তো ছিদাম শুনি এমন হইল কেনে॥
শুনি মহাদেব বাক্য কহিল ছিদাম।
শ্রীহরির তরে রাধে হইয়াছে মান॥ধূ॥
তোমা বেশ দেহো হর।
যোগী হবে গদাধর॥১৪৩॥
ছিদামের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন;
নন্দীরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
আনহ ভিক্ষার ঝুলি আর ব্যাঘ্র ছাল।
ললাটের শশী আর দিব্য হাড় মাল॥ধূ॥
ধর ছিদাম লহো করে।
দেহো নিয়া গদাধরে॥ ১৪৪॥
এতেক শুনিয়া নন্দী বলিল সত্বর।
আমার বচন শুন দেব মহেশ্বর॥
ছিদামকে রাখি বন্দী দেহ নিজ বেশ।
আমি গিয়া আসি দিয়া যথা হৃষীকেশ॥ ধূ॥
পুন বেশ দিলে তবে।
ছিদাম খালাস হবে॥১৪৫॥
এতেক শুনিয়া শিব নন্দীর বচন।
কহিল ছিদামের তরে দেব পঞ্চানন॥
যোগী বেশ লাগি তুমি বন্দী থাক হেথা।
যাইবে লইয়ে নন্দী কৃষ্ণ আছে যথা॥ ধূ॥
নন্দী চলে হরষিতে।
কৃষ্ণ দরশন পাইতে॥১৪৬॥
আনন্দে চলিল নন্দী কৃষ্ণ আছে যথা।
মুখে কৃষ্ণগুণ গান হরিষ সর্ব্বদা॥
বায়ু বেগে চলিলেন মহেশের দাস।
নিমিষে চলিয়া গেলা শ্রীহরির পাশ॥ ধূ॥
যোগী বেশ করে দিল।
পদে পড়ি প্রণমিল॥১৪৭॥

নন্দীকে দেখিয়া হরি জিজ্ঞাসে বচন।
ছিদাম রহিল কোথা কহতো কারণ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা পুন বলে নন্দী।
যোগী বেশ লাগি শিব রাখিয়াছে বন্দী॥ ধূ॥
পুন বেশ পাইলা হরে।
ছিদাম আসিবে ঘরে॥১৪৮॥
ছিদামের কথা কৃষ্ণ নন্দী মুখে শুনি॥
নন্দীকে বলিল হেথা থাকহ আপনি॥
রাধিকার মানভঙ্গ হইলে তারপর।
পুন লইয়া যাবে তুমি শিবের গোচর॥ ধূ॥
হাতে শিঙ্গা হাড়মাল।
বিভূতি বাঘের ছাল॥ ১৪৯॥
কর্ণে পরিলেন হরি ধুতুরার ফুল।
ললাটেতে অর্দ্ধচন্দ্র হস্তেতে ত্রিশূল॥
পীতবাস তেজিলেন হরষিত মনে।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিলা যতনে॥
যোগীবেশ হইল প্রভু বৈকুণ্ঠপতি।
স্বর্গে থাকি দেবগণ কৈল বহু স্তুতি॥ ধূ॥
নটবর বেশ ত্যাগি।
শ্যামচান্দ হইল যোগী॥১৫০॥
জটামধ্যে ভাগীরথী করে কুল কুল।
মধুপানে ত্রিনয়ানে করে ছল ছল॥
অগোর চন্দন তেজি রাখিল বিভূতি।
অবয়ব হইল যেন শিবের অব্যক্ত পশুপতি॥ ধূ॥
অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে।
তাহে হাড়মালা গলে॥১৫১॥
শিরেতে বেষ্টিত জটা বক্ষে শোভে ফণী।
কান্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি লইল বনমালী॥
নর মুণ্ড হস্তে লয়ে ভিক্ষাপাত্র করি।
রাধার নিকটে পুন চলিল শ্রীহরি॥ ধূ॥

শিঙ্গাতে পূরিয়া সান।
মুখে হরি গুণগান ॥১৫২॥
এইমতে আনন্দেতে চলিল শ্রীহরি।
পথেতে দেখিল তাহা রোহিণী সুন্দরী ॥
রোহিণী বলিল যোগী শুনহ বচন।
কোথায় নিবাস তোমার কোথায় গমন ॥ ধূ ॥
কহ যোগী বিবরিয়া।
তোমা লাগি ফাটে হিয়া ॥১৫৩॥
অল্পবয়সে তোমার কেন যোগীবেশ।
তোমারে দেখিয়া মোর তনু হইল শেষ ॥
এমত বয়সে তোমার হেন ধর্ম্ম নয়।
নিজপুরী যাও ফিরি কহিলুঁ তোমায় ॥ ধূ ॥
তোমারে দেখিয়া যোগী।
আমি হইলাম অনুরাগী ॥১৫৪॥
হেন অঙ্গে শোভা করে চুনি আর মতি।
তাহাতে যে পরিয়াছ শিবের বিভূতি ॥
তোমা গলে শোভে ভাল মণিরত্ন মাল।
তাহাতে কটিতে তোমার দেখি ব্যাঘ্রছাল ॥ ধূ ॥
ভুবন মোহন রাজে।
হেন বেশ নাহি সাজে ॥১৫৫॥
তোমারূপ দেখিয়া আমার তনু বিদরয়।
হেন অঙ্গে ব্যাঘ্র চর্ম্ম শোভা নাহি হয় ॥
কোটী সূর্য্য জিনিয়া তোমার অঙ্গের যে ছটা।
এমত বয়সে তুমি শিরে ধর জটা ॥ ধূ ॥
যার দাস শশিকলা।
তার গলে হাড় মালা ॥১৫৬॥
শুন যোগী তোমা লাগি স্থির নহে প্রাণ।
বারণ করিতে পুন ধৈরয না মান ॥
তোমার বালাই ল'য়ে আমি যাই মরি।
ফিরে ঘরে যাও তুমি দেখিতে না পারি ॥ ধূ ॥

প্রাণ কান্দে তোমা লাগি।
ফিরে ঘরে যাও হে যোগী ॥১৫৭॥
এমত সুন্দর রূপ দেখিয়াছে কভু।
বিভূতিয়া গ্রাস কৈল হইয়া যেন রাহু ॥
তোমার জননী যোগী অতি বিপরীত।
কেমতে ধৈরয মানি রাখিয়াছে চিত ॥ ধূ ॥
কেমতে আছয়ে জীয়া।
তোমাকে বিদায় দিয়া ॥১৫৮॥
অনুমানে বুঝিলাম নাহি তার দয়া।
তোমাকে করিয়া যোগী ধরিয়াছে কায়া ॥
কেমন জননী পুন দেহে প্রাণ ধরে।
তোমাকে করিয়া যোগী রহিয়াছে ঘরে ॥ ধূ ॥
হেন মনে অনুমান।
সেই বুঝি অভিমান ॥১৫৯॥
এমত সুন্দর চান্দ পাঠাইয়াছে দূরে।
কেমতে নিশ্চন্তে সে যে রহিয়াছে ঘরে ॥
অনুমানে বুঝি সেই কভু নাহি ঘরে।
তোমাকে খুঁজিয়া বুঝি ফিরিছে নগরে ॥ ধূ ॥
কি বুঝি তোমারে চাইয়া।
নগরে ফিরিছে ধাইয়া ॥১৬০॥
আমার বচন তুমি শুন জটাধারী।
যোগী বেশ ছাড়ি তুমি যাও নিজ পুরী ॥
তোমার জননী যোগী তোমার লাগিয়া।
নগরে ফিরিছে ধাইয়া অনাথিনী হইয়া ॥ ধূ ॥
যাও যোগী তেজি ভিক্ষা।
জননীরে কর রক্ষা ॥১৬১॥
আমার বচন শুন যাও মায়ের কোলে।
তোমা হারাইয়া যেন ফিরিছে পাগলে ॥
অবিলম্বে যাও তুমি মায়ের নিকটে।
আছুক মায়ের কাজ মোর প্রাণ ফাটে ॥ ধূ ॥

শুন যোগী তোমা বলি।
তোমার মাতা পাগলিনী ॥ ১৬২ ॥
যেই অঙ্গে শোভা করে রজত কাঞ্চন।
সেই অঙ্গে করিয়াছ বিভূতি-ভূষণ ॥
কান্ধের ফেলাহো ঝুলি তেজ ব্যাঘ্রছাল।
নাহি শোভে যোগী বেশ নবীনছাওয়াল ॥ ধূ ॥
হেরিতে তোমার মুখ।
বিদারে আমার বুক ॥ ১৬৩ ॥
শুনহ জটিল তুমি নাহি যাও কোথা।
পালন করিবো আমি থাকো মোর হেথা ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননী করাইব ভোজন।
তেজিয়া যোগীর বেশ আইস মোর স্থান ॥ ধূ ॥
চল যোগী মোর বাড়ী।
শিবের ভূষণ ছাড়ি ॥ ১৬৪ ॥
বিভূতি তেজিয়া তুমি আইস মোর ঘরে।
বলরাম হইতে তোমায় পালিব সাদরে ॥
ক্ষীর সর ননী ছানা আছে মোর ঘরে।
দুই কর পূর্ণ করি দিব তো তোমারে ॥ ধূ ॥
যোগী বেশ তেজো তুমি।
তোমারে পালিব আমি ॥ ১৬৫ ॥
ও চান্দ বদনে তুমি যারে বলো মা।
অনুমানে বুঝি তার জন্ম হবে না ॥
কতেক তপস্যা করি তোমার জননী।
হরগৌরী পূজি পাইল তোমা গুণমণি ॥ ধূ ॥
শুনরে নিষ্ঠুর যোগী।
প্রাণ কান্দে তোমা লাগি ॥ ১৬৬ ॥
রোহিণীর এত কথা শুনিয়া শ্রীহরি।
প্রীত বাক্যে কহেন কথা অতি সুমাধুরী ॥
শিশুকাল হইতে ভিক্ষা করি আমি।
আমাকে রাখিয়া মাতা কি করিবা তুমি ॥ ধূ ॥

আমাকে দেখিয়া রাণী।
কেন তুমি পাগলিনী ॥ ১৬৭ ॥
তীর্থ পরিশ্রম আমি করিয়া ভ্রমণ।
গয়া গঙ্গা বারাণসী করি যে গমন ॥
শিশুকাল হইতে আমার তীর্থ পরিশ্রম।
কখন নিবাস করি বদরিকাশ্রম ॥ ধূ ॥
কোন হেতু অভিলাষী।
আমি যোগী তীর্থবাসী ॥ ১৬৮ ॥
ভিক্ষুক জনের রাখি হবে কোন কর্ম্ম।
আজ্ঞা কর চলে যাই যথা নিজ ধর্ম্ম ॥
এতেক বলিয়া হরি চলিল সত্বর।
রোহিণী কহিলা গিয়া যশোদা-গোচর ॥ ধূ ॥
শুন গো যশোদা রাণী।
যেন তোমার নীলমণি ॥ ১৬৯ ॥
শুন যশোমতি আমি বলিয়ে তোমার স্থানে।
হেরিয়া যোগীর বেশ না ধরে পরাণে ॥
কৃষ্ণের সমান রূপ অঙ্গভঙ্গ হেলা।
কোটীচন্দ্র জিনিয়া বদন উজলা ॥ ধূ ॥
যে দেখেছে একবার।
সে কি পাসরিবে আর ॥ ১৭০ ॥
কৃষ্ণের আকৃতি যতো ধরে সেই যোগী।
তীর্থ পরিশ্রম করে গৃহধর্ম্ম ত্যাগি ॥
রাখিতে চাহিলুঁ আমি অনেক যতনে।
আমার বচন যোগী না শুনিল কাণে ॥ ধূ ॥
তোর নীলমণি প্রায়।
দেখি রাণি যোগী যায়। ১৭১।
কেমনে নিশ্চিন্ত রাণি আছ নিজকাজে।
দেখসিয়া যোগীবর চলেছে বিরাজে ॥
এমতো বয়সে যোগী হাতে লইল থাল।
শিবনাম লইয়া সদা বাজাইছে গাল ॥ ধূ ॥

দেখসিয়া পুণ্যবতি।
যেন গোলোকের পতি ॥ ১৭২ ॥
এতেক শুনিয়া রাণী রোহিণীর কথা।
ছাড়িয়া মথনদড়ি চলিলেক তথা ॥
ঊর্দ্ধমুখী ধায় রাণী যোগীবর কাছে।
কাঁটা খোচা নাহি মানে নাহি চাহে পাছে ॥ ধূ ॥
ডাকে রাণী ঊর্দ্ধমুখী।
দাঁড়া যোগী তোরে দেখি ॥ ১৭৩ ॥
নীলমণি না দেখিয়া হইয়াছি আকুল।
বাড়াবাড়ি ধায় রাণী নাহি বান্ধে চুল ॥
দাঁড়া দাঁড়া করি রাণী ডাকে ঊর্দ্ধ করে।
কৃষ্ণের বদলে আমি হেরিব তোমারে ॥ ধূ ॥
ঊর্দ্ধমুখে ডাকে রাণী।
যোগী নাহি শুনে বাণী ॥ ১৭৪ ॥
আড় নয়ানে হরি দেখিল চাহিয়া।
পাগলের প্রায় মাত্র আসিতেছে ধাইয়া ॥
এতেক দেখিয়া কৃষ্ণ লাগিল চিন্তিতে।
আমাকে দেখিলা রাণী না দিবা যাইতে ॥ ধূ ॥
এতো ভাবি ব্রজপতি।
চলিলেন শীঘ্রগতি ॥ ১৭৫ ॥
না শুনে মায়ের কথা নাহি চাহে ফিরি।
দ্রুতগতি চলিলেন অতি শীঘ্র করি ॥
পাছে পাছে ধায় রাণী না পায়ে দেখিতে।
অঙ্গেতে গলিত ঘর্ম্ম না পারে চলিতে ॥ ধূ ॥
যদি যোগী বাড় আগে।
শিবের দোহাই লাগে ॥ ১৭৬ ॥
এতেক শুনিয়া যোগী শিবের দোহাই।
মায়ের কাতর দেখি দাঁড়াইল তথাই ॥
যোগীর নিকটে গিয়া নন্দের রমণী।
হেরিয়া গোবিন্দ মুখ বলে প্রিয়বাণী ॥ ধূ॥

হেন মনে অনুমানি।
তুমি আমার নীলমণি ॥ ১৭৭ ॥
দেখিয়া যোগীর রূপ রাণী গেলো ভুলে।
তুই কৃষ্ণ পাইলাম আইস বাছা কোলে ॥
আমার বালক কৃষ্ণ নবীন বয়েস।
সেই মত দেখি আমি তোমার যে বেশ ॥ ধূ ॥
যেমন আমার কৃষ্ণধন।
তোমাকে দেখি তেমন ॥ ১৭৮ ॥
আইস যোগী মোর বাড়ী লইয়া যাব আমি।
ক্ষীর সর ননী দিব যতো খাও তুমি ॥
এমত বয়সে তুমি নাহি হও যোগী।
ফিরিয়া চলহ ঘরে শুনহ বৈরাগী ॥ ধূ ॥
আমার বচন ধর।
মায়ের প্রাণ রক্ষা কর ॥ ১৭৯ ॥
এতেক বলিয়া রাণী কোলে তুলি লইল।
মরকত মণি যেন নন্দরাণী পাইল ॥
আনন্দে বিভোরো হইয়া রাণী কহে কথা।
তুই নীলমণি মোরে দিলেন বিধাতা ॥ ধূ ॥
অনেক জপের ফলে।
তুই কৃষ্ণ পাইলাম কোলে ॥ ১৮০ ॥
রাণীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রীহরি।
ধীরে ধীরে কহেন কৃষ্ণ বচন মাধুরী ॥
আমাকে ছাড়িয়া দেহো শুন নন্দরাণী।
ফলমূলাহারী আমি নাহি খাই ননী ॥ ধূ ॥
আমি যোগী তীর্থবাসী ॥
কেন তুমি অভিলাষী ॥ ১৮১ ॥
তীর্থবাসী হই আমি বস্ত্রে নাহি কাজ
দুখের সাগরে ভাসি করিয়া বিরাজ ॥ ধূ ॥
শুন বাক্য রাণী তুমি।
ছাড়ি দেহো যাই আমি ॥ ১৮২ ॥

শুন শুন নন্দরাণি বলি গো তোমারে।
তেজোহ আমার আশা ছাড়ি দেহো মোরে॥
নিমিষে করিব নষ্ট তোর রাম কানু।
শাপে ভস্ম করিব তোমার যত ধেনু॥ ধূ॥
মোরে যদি দেহো তাপ।
দিব আমি ব্রহ্মশাপ॥ ১৮৩॥
নন্দা উপানন্দা আর সানন্দা প্রভৃতি।
অভিনন্দা মহানন্দা তোর যতো জ্ঞাতি॥
নবলক্ষ ধেনু তোর সবৎস সহিত।
শাপে নষ্ট করি আমি যাব শীঘ্র গতি॥ ধূ॥
এতো শুনি ভয়ে রাণী।
বিদায় কৈল নীলমণি॥ ১৮৪॥
শুনিয়া যোগীর কথা ভয়াতুর মন।
কোল হইতে নীলমণি ছাড়িল তখন॥
যাও যাও যোগী তুমি যেই স্থানে থাকো।
একবার তুমি মোরে মা বলিয়া ডাকো॥ ধূ॥
এত বলি নন্দরাণী।
ছাড়ি দিল নীলমণি॥ ১৮৫॥
কান্দিতে কান্দিতে রাণী যায় নিজ ঘরে।
দুনয়ানে জল রাণীর পড়িতেছে ধারে॥
মায়া করি চলি যায় দেব গদাধর।
শিঙ্গাতে পূরিয়া সান চলিল সত্বর॥ ধূ॥
করেতে লইয়া থাল।
গলে শোভে হাড় মাল॥ ১৮৬॥
ঘন ঘন শিব শিব বলে যদুমণি।
উপস্থিত হইল গিয়া যথা বিনোদিনী॥
ভিক্ষা দেহো বলি তবে দাঁড়াইল যোগী।
অন্যমনে ছিলা সখী উঠিল চমকি। ধূ॥
মৃগচর্ম্ম শিরে ধরি।
সম্মুখে দাঁড়াইলা হরি॥ ১৮৭॥

মহা তেজোময় যোগী দেখিয়া ললিতা।
শীঘ্রগতি রাধিকারে জানাইল বার্ত্তা॥
যোগীর বচন শুনি রাধা বিনোদিনী।
সরল হৃদয় আইল যথা চক্রপাণি॥ ধূ॥
করযোড়ে রসবতী।
যোগীরে করয়ে স্তুতি॥ ১৮৮॥
রাধিকা বলেন যোগী বলিয়ে তোমারে।
কিবা হেতু এথা আইলা কহত আমারে॥ ধূ॥
আমি রাধে দুখভাগী।
প্রাণ ভিক্ষা লহ যোগী॥ ১৮৯॥
রাধার বচনে শ্যাম মনে বড় সাধ।
প্রিয়ভাষে রাধারে করিল আশীর্ব্বাদ॥
আইয়তে যাউক কাল হউক চির আয়ু।
তোমার বচনে রাধে প্রীত হইল বহু॥ ধূ॥
তুমি রাধে সাধ্বো সতী।
আমি তো ভিক্ষুক জাতি॥ ১৯০॥
বহুদেশ ভিক্ষা আমি করিয়া বেড়াই।
তোমাসম গুণবতী কভু দেখি নাই॥
সর্ব্বদুখ দূরে গেলো দেখি তোমার মুখ।
আশ্বাসিয়া খণ্ডাহ আমার মন দুখ॥ ধূ॥
তোমার বচন শুনি।
আনন্দ আমার প্রাণি॥ ১৯১॥
জটিল বলেন রাধে শুন মোর কথা।
তোমার হাতের ভিক্ষা লইব সর্ব্বথা॥
ত্রেতাযুগে ছিলা তুমি রামের বনিতা।
রাবণে হরিল তোমার নাম ছিল সীতা॥ ধূ॥
দশাননে যোগী বেশে।
দাঁড়াইলা তোমার পাশে॥ ১৯২॥
লক্ষ্মণ বচন তুমি করিলা লঙ্ঘন।
অঙ্কের বাহির তুমি হইলা তখন॥

ফলমূল নানা দ্রব্য লইয়া কুতূহলে।
ধর ধর বলি দিলা দশানন থালে ॥ ধূ ॥
তোমা হেরি দশানন।
তেজিল আপন প্রাণ ॥ ১৯৩ ॥
হেন গুণবতী তুমি আমি জানি তোমা।
দনুজ দলনী তুমি পতিব্রতা রামা ॥
তোমার হাতের ভিক্ষা যেই জনে লয়।
আয়ু বৃদ্ধি হয় তার কহিল নিশ্চয় ॥ ধূ ॥
এই হেতু আমি যোগী।
তোমার স্থানে ভিক্ষা মাগি ॥ ১৯৪ ॥
রাধিকা বলেন যোগী শুন মোর বাণী।
এই স্থানে কিছু কাল দাঁড়াও আপনি ॥
নিকটে আসিয়া আমি হেরি তোমার মুখ।
তোমাকে দেখিয়া যোগী বিদরয়ে বুক ॥ ধূ ॥
এইখানে দাঁড়াও তুমি।
তোমার মুখ দেখি আমি ॥ ১৯৫ ॥
এগত কালেতে তুমি কেন হেন বেশ।
শরীরের আভা দেখি যেন হৃষীকেশ ॥
ভীশাভীশী হরি কিবা দেব ত্রিপুরারি।
কোন দেব আইলা তুমি বুঝিতে না পারি ॥ ধূ ॥
আমি মানি দুখ রামা।
চিনিতে না পারি তোমা ॥ ১৯৬ ॥
সন্ন্যাসীর বেশে তোমায় নাহি দেখি ভাল।
দিব্য বস্ত্র দেই আমি তেজো ব্যাঘ্র ছাল ॥
হাড় মালা তেজো গলে দেহ রত্ন মালা।
শিঙ্গা জটা তেজো তুমি হস্তের যে থালা ॥ ধূ ॥
আমি যদি মনে করি।
সোণার বাঁশী দিতে পারি ॥ ১৯৭ ॥
রাধিকা কহেন যোগী কহি তত্ত্ব সার।
দেখিয়া তোমারে প্রাণ বিদরে আমার ॥

তোমারে দেখিয়া যোগী বিদরয়ে বুক।
নবীন বয়সে তুমি হইয়াছ ভিক্ষুক ॥ ধু ॥
নূতন যোগী হইলা তুমি।
হেরি দুখে মরি আমি ॥ ১৯৮ ॥
আমার বচন তুমি শুন যোগীবর।
যেই ভিক্ষা চাহ তুমি দিব তা সত্বর ॥
করী দন্ত সম কথা জানহ আমার।
কভু মিথ্যা নহে শুন কহিলাম সার ॥
রাধা হইল কল্পতরু।
ভিক্ষুক অনাথের গুরু ॥ ১৯৯ ॥
শ্রীহরি বলেন রাধে মোর প্রাণ রাখ।
ধন অর্থ নাহি চাই মানের ভিক্ষুক ॥
তব মান দেখি রাই হইয়াছি কাতর।
মান ভিক্ষা দিয়া রাধে প্রাণ রক্ষা কর ॥ ধু ॥
আর ভিক্ষা নাহি চাই।
মান ভিক্ষা পাইলা যাই ॥ ২০০ ॥
তখনে জানিল রাধে দেব হৃষীকেশ।
আমার মানের হেতু হইলা যোগী বেশ।
কোথা পাইলা যোগী বেশ কহো তো মুরারি।
বলিরে ছলিলা যেন বামন রূপ ধরি ॥
আমারে ছলিলা তুমি মানের কারণ।
বলিরে ছলিলা যেই হইয়া বামন। ধু।
বলিরে ছলিলে যেন।
মান ভিক্ষা কর কেন ॥ ২০১ ॥
রাধিকা বলেন প্রভু হইলাম মানত্যাগী।
দাসীর লাগিয়া প্রভু কেন হইলা যোগী ॥
নিশ্চয় জানিল হরি কভু নহে দূরে।
রাকা নয়ান দেখি যেন দেব গদাধরে ॥ ধু ॥
আমার কারণে হরি।
হইলা তুমি দণ্ডধারী ॥ ২০২ ॥

রাধিকা বলেন মান গেলেন সকল।
তোমারো চাতুরি প্রভু যেন গঙ্গাজল॥
তথাপি তোমারে আমি মান ভিক্ষা দিল।
প্রেমে পুলকিত কৃষ্ণ নাচিতে লাগিল॥ ধু॥
　　শুনিয়া রাধার বাণী।
　　হরষিত চক্রপাণি॥ ২০৩॥
প্রেমের তরঙ্গে তথা ভাসিল শ্রীহরি।
বামপাশে দাঁড়াইল রাধিকা সুন্দরী॥
সহচরী সঙ্গে মেলি হেরিতে লাগিল।
চান্দে মেঘে দুই জনে একত্র হইল॥ ধু॥
　　রাধে চান্দ শ্যাম কাল।
　　ভুবন করেছে আলো॥ ২০৪॥
হেরিয়া কৌতুক হইল ললিতা বিশখা।
রাম সীতা যেন মতে সেই মতে দেখা॥
ক্ষণে ক্ষণে শ্যামরূপ বনমালা গলে।
দেখিয়া সকল সখী পড়ে গেলো ভুলে॥ ধু॥
　　ললিতা বলে গো সখি!
　　হেনরূপ নাহি দেখি॥ ২০৫॥
চিনিতে না পারে কেহো শ্যামের মূরতি।
ক্ষণে হরি ক্ষণে হর দেখিয়া আকৃতি॥
অনন্ত প্রভুর মায়া মহিমা অপার।
শিব শুক আদি অন্ত না পায় যাঁহার॥ ধু॥
　　হের দেখ ত্রিপুরারি।
　　বামেতে শোভিছে গৌরী॥ ২০৬॥
সর্ব্ব মায়া সম্বরিলা দেব গদাধর।
রাধাকৃষ্ণ হইল পুন জগত ঈশ্বর॥
ধড়া চূড়া বেণু হাতে মাথে শিখী-পাখা।
দেখিয়া বিস্ময় হইল ললিতা বিশখা॥ ধু॥
　　যে দেখেছে একবার।
　　সে কি পাসরিবে আর॥ ২০৭॥

অন্তরে হইল সুখী যতেক রমণী ॥
রাধিকা বলেন প্রভু শুন মোর বাণী ॥
কোথায় পাইলা যোগীবেশ কহো তত্ব শুনি।
দাসীর লাগিয়া যোগী হইল চক্রপাণি ॥
আমার কারণে প্রভু হইলা যোগীবেশ।
তোমার কারণে মোর তনু হইলা শেষ ॥ ধৃ ॥
নটবর বেশ ত্যাগি।
দাসীর লাগি হইলা যোগী ॥ ২০৮ ॥
তোমার লাগিয়া প্রিয়া পূজিলাম হর ॥
ছিদাম রহিল বান্ধা যথা মহেশ্বর ॥
পুনরপি যোগিবেশ পাঠাইলা কৈলাস।
তবে সে ছিদাম ভাই হইবে খালাস ॥ ধৃ ॥
শুন রসবতী রাধা।
ছিদাম কৈলাসে বান্ধা ॥ ২০৯ ॥
চলহ শ্রীমতী যাই আপনার স্থানে।
নন্দীকে পাঠাইয়া দেহ শিবের সদনে ॥
মহাদেব বেশ পুন পাঠাইয়া দিব।
আপনার ধড়াচূড়া আপনি পরিব ॥ ধৃ ॥
হরবেশ হরকে দিবো।
তবে সে ছিদামকে পাবো ॥ ২১০ ॥
ছিদাম কারণে আমি অন্তরে কাতর।
চল শীঘ্রগতি যাই আপনার ঘর ॥
তোমা ছাড়া নহি আমি জানিও নিশ্চয়।
অবিলম্বে চলহ দুহে যাই নিজালয় ॥ ধৃ ॥
নন্দী যে কৈলাসে যাবে।
তবে ছিদাম খালাস হবে ॥ ২১১ ॥
পুলকিত দুই অঙ্গ মজিলেক চিত।
সলিল কমলে যেন হইল পিরীত ॥
মিলন হইল কৃষ্ণ শ্রীমতী সহিত।
নিকুঞ্জ মন্দিরে গেলা বিচিত্র শয্যায় ॥ ধৃ ॥

দুই অঙ্গ পুলকিত।
প্রেমরসে বিকশিত ॥ ২১২ ॥
শ্রীমতী বলেন প্রভু করি নিবেদন।
তোমার প্রেমেতে পুন হইল বন্ধন ॥
এমতে থাকিবা হরি আমার অন্তরে।
মৃণালের সূত্র যেন ছাড়িয়া না ছাড়ে ॥ ধু ॥
তুমি সে গোলোকবাসী।
ছিলাম মানী হইলাম দাসী ॥ ২১৩ ॥
চন্দ্রাবলী হেতু মান করিয়া ছিলাম আমি।
যোগীবেশ হইয়া তাহা খণ্ডাইলা তুমি ॥
তোমার গলার হার রাধিকা সুন্দরী।
নিশ্চয় কহিলাম আমি শুনহ শ্রীহরি ॥ ধু ॥
আগে ছিলাম অভিমানী।
এখন আমি হইলাম রাণী ॥ ২১৪ ॥
হরি হরি বলো ভাই ভরিয়া বদন।
আনন্দে করেন কৃষ্ণ রাধিকারমণ ॥
স্বর্গেতে দেবতাগণ আনন্দিত হইল।
পারিজাত সুগন্ধি চন্দন বৃষ্টি কৈল ॥ ধু ॥
দুইরূপ সমতুল।
কালো জলে জবা ফুল ॥ ২১৫ ॥
চারিদিকে জয় জয় সখী সবে বলে।
নিকুঞ্জ মন্দিরে হরি রাই লইল কোলে ॥
চতুর্দ্দিকে সখী সবে দেয় করতালি।
রাধিকা সহিত কৃষ্ণ করে রস-কেলি ॥
যেন শোভে শ্যামর কোলে।
চাঁদের মালা মেঘের গলে ॥ ২১৬ ॥
অঙ্গে অঙ্গে হেলাহেলি ভিড়া ফিরে বাহু।
শরতের পূর্ণচন্দ্র গ্রাসিল যেন রাহু ॥
কাচে বেড়া কাঞ্চন কাঞ্চনে বেড়া কাচে।
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু এক হইয়া আছে ॥

ধন্য বৃন্দাবন হইল।
শ্রীরাধা গোবিন্দ পাইল। ২১৭ ॥
ললিতা বলে গো শুন দিয়া মন।
আজি বৃন্দাবনে হইল চন্দ্রেতে গ্রহণ ॥
তোমা সম ভাগ্যবতী নাহি পৃথিবীতে।
পূর্ণ প্রীতি পাইয়া দান করিতে উচিত ॥ ধ্রু ॥
পাইলা তুমি ভগবান।
করহ আমা প্রীতিদান ॥২১৮॥
ভাগ্যবন্ত নিকটে থাকয়ে দুঃখীজন।
দান পাইতে আশ তার থাকয়ে যেমন ॥
আমি পুরোহিত হব কৃষ্ণ হবে দানী।
তুমি বসি কর দান শুন বিনোদিনী ॥ ধ্রু ॥
শুনিয়া ললিতার বাণী।
দানে বৈসে সুবদনী ॥২১৯॥
তিল তুলসী জল লইয়া নিজ করে।
ভাগ্যবতী রাধিকা যৌবন দান করে ॥
কৃষ্ণ-প্রীতি অঙ্গ রাই সমাপন কৈল।
সখী সব আনন্দেতে জয় ধ্বনি কৈল ॥
তবে পুন ললিতা যে বলিল বচন।
কি দক্ষিণা দিবা মোরে আনহ এখন ॥
রাই বলে কৃষ্ণ বিনা যাহা চাহ তুমি।
সর্ব্বস্ব দিবার শক্তি ধরি যেন আমি ॥
কৃষ্ণ বিনা চাহ যেই ধন।
দেই আমি এই ক্ষণ ॥ ২২০ ॥
ললিতা বলেন তোমার কৃষ্ণকে না চাই।
যেই দক্ষিণা দিবা আগে সত্য কর রাই ॥
রাই বলে কৃষ্ণ বিনা চাহ যেই ধন।
সত্য সত্য সেই দক্ষিণা দিব এইক্ষণ ॥ ধ্রু ॥
রাই যদি সত্য কৈল।
ললিতার আনন্দ হৈল ॥২২১॥

যে দক্ষিণা চাই আমি শুন বিনোদিনী।
নিকুঞ্জে করিবা কেলি দুই জন যখনি। ধু॥
যখন দুজনে একত্র হইবা।
যুগল চরণ মোর মাথে দিবা॥২২২॥
ব্রহ্মা আদি দেব যারে সদাই ধেয়ায়।
তুমি সে বেঁধেছ, প্রেমে হেন যুবরায়॥ ধু॥
যেই পদরেণু লাগি।
শঙ্কর হইল যোগী॥২২৩॥
বল সবে হরি হরি।
শমনে যাইবা তরি॥
রাধা কৃষ্ণ মিলন হইল॥ ধু॥
বল সবে হরি হরি।
গোবিন্দ পাইল গৌরী॥২২৪॥

---

## মঙ্গল রাগ।

প্রাণ-হারী হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুই মুখ নিরখিব দুই অঙ্গ পরশিব
সেবন যে করিব তাহারে॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানাফুলে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব অধর কমলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় রূপ সনাতন, দেহো মোরে এই ধন,
তাহা বিনা অন্য নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু নরোত্তম লইল শরণ॥ ২॥

॥ ॥ যথা রাগ ॥ ॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হইবে ॥
এভব সংসার তেজি, আনন্দ-সাগরে মজি,
কবে আর ব্রজ ভূমে যাব।
সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন,
সে ধূলি মাখিব কবে গায় ॥
প্রেমে গদগদ হইয়া, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাইয়া
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চ রায় ॥ ৩ ॥
নিবিড় নিকুঞ্জে যাইয়া, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হইয়া,
ডাকে হাহা শ্রীনাথ বলিয়া।
যাইয়া যমুনার তীরে পরাণ পাইব ॥
কবে খাব সেই জল করেতে তুলিয়া ॥
হেন দশা কবে হবে, শ্রীরাস মণ্ডলে যাবে,
সেই ধূলি লাগিবে কবে গায়।
বংশীবট ছায়া পাইয়া, পরম আনন্দে ধাইয়া,
পড়িয়া থাকিব কবে তায় ॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ান ভরি,
শ্রীকৃষ্ণেরে করিব প্রণাম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
এই আশা করে এ অধম ॥

# মন্তব্য।

নরোত্তম দাসের কবিতা বৈষ্ণব-সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত। তাঁহার প্রার্থনা, তাঁহার ভোজন-আরতি বৈষ্ণব-সমাজে নিত্য পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। নরোত্তমের পদসমূহ ভক্তি ও ভাবপূর্ণ।

নরোত্তম শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে আবির্ভূত হয়েন এবং ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

নরোত্তমের কবিতায় বৈষ্ণব-সমাজের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার-সাহায্য করিয়াছিল। নরোত্তমদাস সম্বন্ধে তৎকালের সমস্ত বৈষ্ণব পণ্ডিতগণই উচ্চমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলরাম দাস নরোত্তম দাসের জন্ম-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"জগৎ মঙ্গল হৈল, নরোত্তম প্রকটিল,
হরিনাম প্রতি ঘরে ঘরে।
জন্ম অন্ধ-আদি করি, সব দেহে প্রেম ভরি,
অশ্রু কম্প সবার শরীরে॥
প্রেমে মত্ত হৈলা সব, হরিনাম মহারব,
বর্ণাশ্রম সব গেলা দূর।
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে খেলা, প্রেমে মত্ত সবে হৈলা,
কৃষ্ণ নামে সবে হৈলা শূর॥"

রাজসাহী জেলার অধীন গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতরীগ্রামে নরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। রামপুর বোয়ালিয়া হইতে খেতরীগ্রাম ছয় ক্রোশ দূরে এবং পদ্মা নদীর অর্দ্ধ-ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত।

খেতরী গ্রাম তখন রাজধানী ছিল। মুসলমান জায়গীরদারের অধীন কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামক জনৈক রাজা বাস করিতেন। ইঁহার মজুমদার উপাধি ছিল। এই কৃষ্ণানন্দ দত্ত মজুমদার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। ইঁহারই ঔরসে এবং রাণী নারায়ণীর গর্ভে নরোত্তমের জন্ম হয়।

নরোত্তমের দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা বিবাহের উত্থাপন করেন। কিন্তু নরোত্তম বিবাহ না করিয়া বৈরাগ্য

অবলম্বন করেন, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তথায় বহুদিবস থাকিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনাদি করেন, এবং অবশেষে গুরুদেবের আদেশে শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত পদগুলি গভীর ভাবপূর্ণ এবং ভক্তি-মাখা। নানা গ্রন্থ হইতে এবং কয়েক জন বৈষ্ণবের নিকট হইতে আমরা পদ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। পরিশেষে রাধিকার মানভঞ্জন" শীর্ষক একটী কবিতা ইহাতে বিনিযোজিত করা হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইহা নরোত্তম ঠাকুরের বিরচিত বলিয়া প্রথম প্রকাশ করেন। তাহাপরে কৃষ্ণ নগরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর নিকটে হস্তলিখিত একখানি পুরাতন খাতায় ঐ কবিতাটী প্রাপ্ত হই—উভয়ে কিছু পাঠ-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। আমরা উভয় কবিতা মিলাইয়া পাঠান্তর করত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম। সত্যের অনুরোধে এ স্থলে বলিতে হইতেছে যে, বলরাম দাস নিত্যানন্দ দাস নামে বিখ্যাত ও পরিচিত হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস মহাশয় বলেন, ঐ কবিতা খেতরীর নরোত্তম দাস ঠাকুরের বিরচিত নহে, উহা অন্য কোন নরোত্তম নামধেয় কবির হইতে পারে। খেতরীর নরোত্তম ঠাকুরের পদসমূহের ভাব গভীর ও ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাধিকার মানভঞ্জন রচয়িতার ধর্ম্মমত সরস ও ভাষা-ভাব নিম্ন শ্রেণীর।

এ কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করা যায় না। আমরা সেই জন্য 'রাধিকার মানভঞ্জন' কবিতাটী পৃথক্ করিয়া মুদ্রিত করিলাম। নরোত্তম দাসের সমগ্র পদ একত্র প্রকাশ করিতে উহা পরিত্যাগ করাও যুক্তি বলিয়া মনে করা যায় নাই; কেন না তাহার হইলে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া লইবেন, ইতি।

---

সম্পূর্ণ।